



মহাশা

শ্রীমদ্বীশ্বনাথ ঠাকুর



विश्वभारती ग्रन्थालय

२१० नं० कर्णওয়ালিস் स्ट्रीट, कलिकाता ।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০নং কৰ্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সঁতরা ।

মহুয়া

প্রথম সংস্করণ (২১০০) আশ্বিন, ১৩৩৬

মূল্য—২২, বাঁধাই—২৮০, ২৬০

আর্ট প্রেস, ৩১নং সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জি বি-এ কর্তৃক মুদ্রিত ।

পাঠ পরিচয়

“মহুয়া”র অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। সেই সময়ে কথা হয়-যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গার অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল; সেই সব কবিতাই এখন “মহুয়া” নামে বাহির হইতেছে।

ইহার কিছু পূর্বে, ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে, “শেষের কবিতা” নামে উপন্যাসের জন্ত কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এই সঙ্গে ছাপা হইল। *

“পূরবী” (শ্রাবণ, ১৩৩২) বাহির হওয়ার পরে এই ৪ বৎসরে আরও অনেক কবিতা লেখা হইয়াছে, কিন্তু সে সব কবিতা “মহুয়া”য় স্থান পায় নাই। তাহার কারণ কবি নিজে সম্প্রতি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন :—

“লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানতঃ প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁবই দালালী করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হ’য়েছিলো। অতএব “মহুয়া”র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা ব’লে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কাল-বিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক

* * “শেষের কবিতা”র জন্ত লেখা কবিতাগুলিকে সূচিপত্রে তারকা (*) চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২টি কবিতা “বিচ্ছেদ” (১৫৪ পৃঃ) আর “বিরহ” (১৬৫ পৃঃ) “শেষের কবিতা”র জন্ত লেখা হইলেও ঐ উপন্যাসে ব্যবহার করা হয় নাই।

কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পংক্তিতে বসাও তাহ'লে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হ'চ্ছে কিছু যেন অত্যাক্তি করা হ'লো। ফরমাস ব্যাপারটা মোটর গাড়ির ষ্টার্টার-এর মতো। চালনাটা শুরু ক'রে দেয় কিন্তু তা'র পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক্ প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মছরার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হ'তেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হ'বা-মাত্রই লেখবার আনন্দই সারথী হ'য়ে বসে। এই জগৎ আমার বিশ্বাস তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে। নতুন লেখার ঝাঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে পড়ে তখন তা'রা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না, নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।”

“আমি নিজে মছরার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হ'চ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তা'র লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল।”

“মছরার “মায়া” নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে—নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তা'র সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি-থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত-লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হ'তে থাকে—সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জগৎ ব্যাকুলতা, সেখানে

অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলক্ষির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তেব সেই মায়ালোকের কাব্য ; তা'র কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলক্ষির প্রকাশ।”

“এই দুয়ের মধ্যে নৃতনের বাসস্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে—নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকতো না। তুমি তো জানোই কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা ক'বেছি। তা'ব কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। তাই অন্তমনস্কভাবে এই পত্রের পূর্বাংশে তোমাকে যা লিখেছি অপরাংশে তা'র প্রতিবাদ ক'রতে হ'লো। ব'লেছিলুম এ লেখাগুলি আকস্মিক। ভুলেছিলুম সব কবিতাই যখন লেখা যায় তখন আকস্মিক। সব কবিতা ব'ললে হয়তো বেশি বলা হয়। এক একটা সময়ের এক একটা নতুন ঝাঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায় সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্মে জায়গা ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না এ হ'তেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলের মতো। মনের যে-ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফরমাসের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। এগুলি যখন লিখছিলুম অপূর্বকুমার প্রায় রোজ এসে শুনে যেতো, সে যে-উত্তেজনা প্রকাশ ক'রতো সেটা অপূর্বতারই উত্তেজনা। রূপের দিকে বা ভাবের দিকে একটা কিছু নতুন পাচ্ছে ব'লেই তা'র আগ্রহ—তখন স্বধীন্দ্র দত্তও ছিল তা'র সঙ্গী। তা'র থেকে আমার বিশ্বাস আপনার এই সমর্থন পেতো যে, মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হ'য়েছে—তাকে পূরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু ব'ললে চ'লবে না।”

“পূরবী ও মহয়ার মাঝখানে আর-একদল কবিতা আছে,—সেগুলি
 অন্ত জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যা-
 ভিনয়ের উপলক্ষ্য নিয়ে এগুলি রচিত হ’য়েছিলো কিন্তু এরাও স্বভাবতই
 উপলক্ষ্যকে অতিক্রম ক’রেছে। আর কোনোখানেই শাস্তিনিকেতনের
 মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখিনি—তা’রই সঙ্গে মানব-ভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর
 কিছুকাল থেকে আমার চ’লছে। তা’র রীতিমতো শুরু হ’য়েছে
 শারদোৎসবে—তা’রপরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে প’ড়েছিলো
 ঋতু-রঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না
 থাকতো তাহ’লে লেখবার উৎসাহই থাকতো না। মহয়ার কবিতা যখন
 প’ড়বে তখন আমার স্বভাবের এই কথাটা মনে রেখো। এই বইয়ের
 প্রথমে ও সব শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহয়া
 পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোল-পূর্ণিমায়
 আবৃত্তি জন্মেই এদের রচনা করা হ’য়েছিলো। কিন্তু নব-বসন্তের
 আবির্ভাবই মহয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নকীবের কাছে
 ওদের এই গ্রন্থে আস্থান করা হ’য়েছে।”

“মহয়া নামটা নিয়ে তোমার মনে একটা দ্বিধা হ’য়েছিলো জানি।
 কাব্যের বা কাব্য-সংকলন গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক ক’রতে
 আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগে-ভাগে কবিতার পরিচয়কে
 সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়ারকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতি-
 নির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা ক’রেই মহয়া
 নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষারূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ
 কবিতাগুলির সঙ্গে মহয়া নামের একটুখানি সঙ্গতি আছে—মহয়া
 বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।
 বাই হোক অর্থের অত্যন্ত বেশি সঙ্গতি নেই ব’লেই কাব্যগ্রন্থের
 পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত ব’লে আমি বিশ্বাস করি।”

বইয়ের আরম্ভে বসন্তের আগমনী সম্বন্ধে ৫টি কবিতা, আর বইয়ের শেষে বসন্তের বিদায় সম্বন্ধে ৪টি কবিতা ১৩৩৩-১৩৩৪ সালের লেখা।
ঐ সময়েই আর একটি মাত্র কবিতা “সাগরিকা” এই বইতে স্থান পাইয়াছে।

প্রত্যেক কবিতার নীচে লেখার তারিখ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে ঠিক তারিখ জানা নাহি অথচ মোটামুটিভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় সেখানে একটি প্রশ্নচিহ্ন (?) চিহ্ন দেওয়া হইল। “শুধায়োনা কবে কোন্ গান” কবিতাটি ১৩৩৫ সালের ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে লেখা।

শব্দের আদিতে “ঢ়া”-উচ্চারণ দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে “ঢে”-চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন :—
‘দেখো’ (=দেখিও) আর ‘দেখো’ (দ্যাখো=দেখহ) ; ‘ফেলো’ (=ফেলিও) আর ‘ফেলো’ (ফ্যালা=ফেলহ) ইত্যাদি।

অ-কারের ও-ধ্বনি ২ চিহ্ন (ইলেক-চিহ্ন) দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। যেমন :—“করে” আর “ক’রে” (=কোরে, অসমাপিকা করিয়া অর্থে) ; “বলে” আর “ব’লে” (=বোলে, বলিয়া অর্থে) ইত্যাদি।

আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য—নাম-পত্রখানি কবির স্বহস্ত-অঙ্কিত।

শ্রী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

“শুধায়োনা কবে কোন গান”

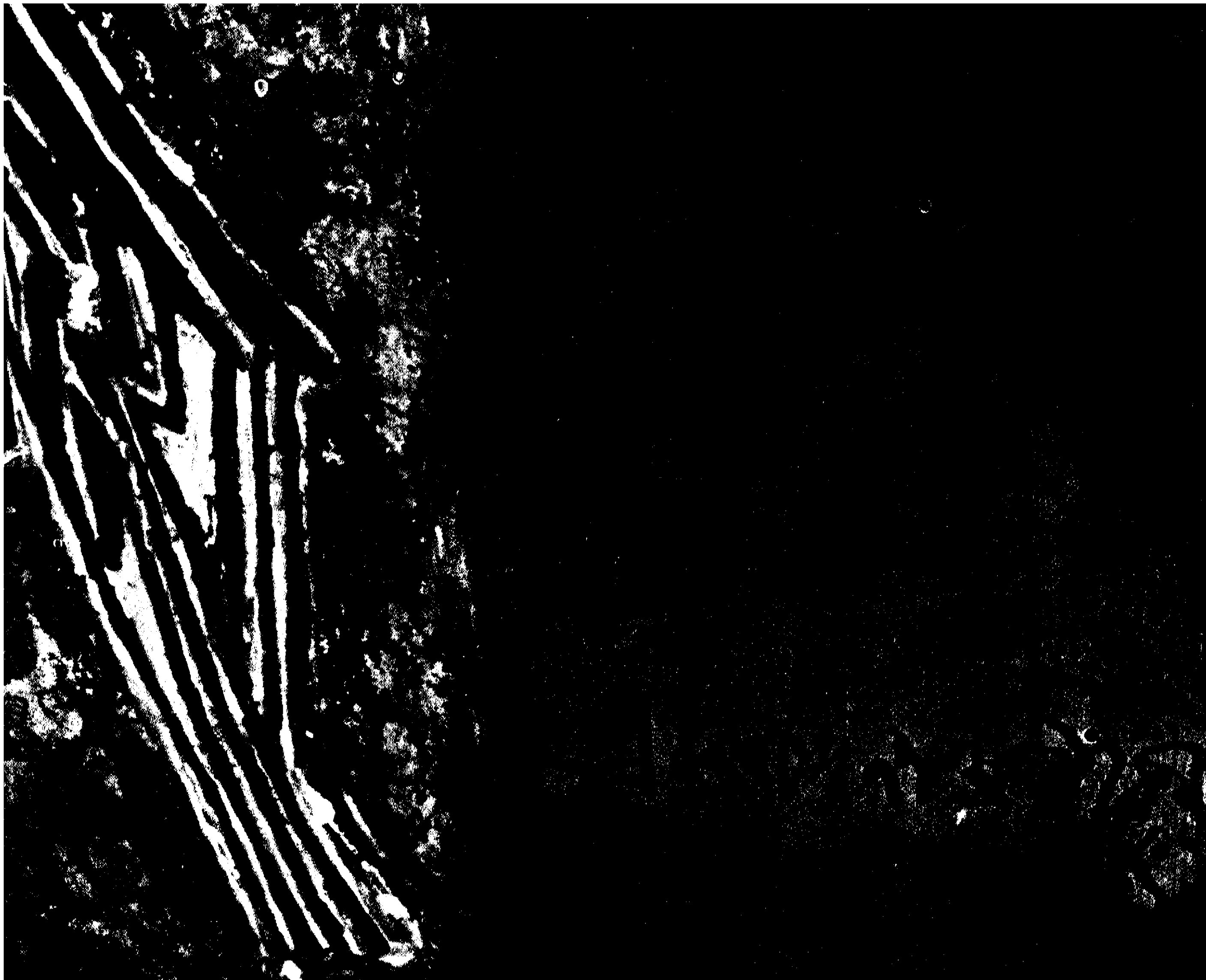
উজ্জীবন	... ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ে, পুষ্পধনু,	
বোধন	... মাবের সূচ্য উত্তরায়ণে ...	১
বসন্ত	... ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,	৬
বরযাত্রা	... পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,	৮
মাধবী	... বসন্তের জয়রবে দিগন্ত কাঁপিল যবে	১০
বিজয়ী	... বিবশ দিন, বিরস কাজ ...	১১
প্রত্যাশা	... প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়	১২
অর্য্য	... সূচ্যমুখীর বর্ণে বসন লই রাঙায়ে,	১৪
দ্বৈত	... আমি যেন গোধূলি গগন...	১৭
সন্ধান	... আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়	১৯
উপহার	... মণিমালা হাতে নিয়ে ...	২০
শুভযোগ	... যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে ...	২২
মায়া	... চিত্ত কোণে ছন্দে তব বাণীকূপে	২৪
নির্ঝরিণী	... ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের	২৬
শুকতারা	... স্নন্দরী তুমি শুকতারা ...	২৮
প্রকাশ	... আচ্ছাদন হ'তে ডেকে লহো মোরে	৩০
বরণডালা	... আজি এ নিরালা কুঞ্জে,	৩২
মুক্তি	... ভোরের পাখী নবীন আঁখি দুটি	৩৪
উদযাত্ত	... অজানা জীবন বাহিন্য, ...	৩৬

অসমাপ্ত	... বোলো তা'রে, বোলো, ...	৩৮
নিবেদন	... অজানা খণির নূতন মণির গেঁথেছি হার,	৪১
*অচেনা	... রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে,	৪৩
অপরাজিত	... ফিরাবে তুমি মুখ,	৪৫
নির্ভয়	... আমরা ছুজনা স্বর্গ-খেলনা	৪৮
*পথের বাঁধন	... পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,	৫০
দূত	... ছিন্তু আমি বিষাদে মগনা	৫২
পরিচয়	... তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ন মেঘে	৫৪
দায়-মোচন	... চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল	৫৭
সবলা	... নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার	৬০
প্রতীক্ষা	... তোমার প্রত্যাশা ল'য়ে আছি, প্রিয়তমে,	৬৩
লগ্ন	... প্রথম মিলন দিন, সে কি হবে	৬৬
সাগরিকা	... সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে	৭০
বরণ	... পুরাণে ব'লেছে একদিন নিয়েছিলো	৭৪
পথবর্তী	... দূর মন্দিরে সিন্ধু কিনারে	৭৮
মুক্তরূপ	... তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে	৮০
স্পর্শ	... স্নেহ প্রাণ দুর্বলের স্পর্শ আমি কভু সহিব না।	৮২
রাখী-পূর্ণিমা	... কাহারে পরাবো রাখী যৌবনের	৮৩
আহ্বান	... কোথা আছ? ডাকি আমি।	৮৪
বাপী	... একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে	৮৫
মহুয়া	... বিরক্ত আমার মন কিংবাকুর এত গর্ব দেখি'	৮৮
দীনা	... তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা	৯১
সৃষ্টি-রহস্য	... সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে ক'রেছি	৯৪

নানী

শ্যামলী	...	সে যেন গ্রামের নদী বহে নিরবধি	...	৯৫
কাজলী	...	প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্য ভারে চিত্ত তা'র নত	...	৯৭
হেঁয়ালী	...	যারে সে বেসেছে ভালো তা'রে সে কাদায়।		৯৯
খেয়ালী	...	মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে	সুদূর গগনে	১০১
কাকলী	...	কলছন্দে পূর্ণ তা'র প্রাণ,—	...	১০৩
পিয়ালী	...	চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা		১০৪
দিয়ালী	...	জনতাব মাঝে দেখিতে পাইনে তা'রে		১০৫
নাগরী	...	ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা !		১০৬
সাগরী	...	বাহিরে সে ছুর্ত আবেগে	...	১০৯
জয়তী	...	যেন তা'র চক্ষুমাঝে	...	১১০
ঝামরী	...	সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,	...	১১১
মূরতী	...	যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা,		১১৩
মালিনী	...	হার্সি-মুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,	...	১১৫
করুণী	...	তরুণতা যে-ভাষায় কয় কথা	...	১১৬
প্রতিমা	...	চতুর্দশী এলো নেমে	...	১১৮
নন্দিনী	...	প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি	...	১২০
• উষসী	...	ভোরের আগের যে-প্রহরে	...	১২১
ছায়ালোক	...	যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,		১২৩
প্রচ্ছন্ন	...	বিদেশে ঐ সৌধশিখর 'পরে	...	১২৬
দর্পণ	...	দর্পণ লইয়া তা'র কী প্রশ্ন শুধাও একমনে		১২৯
ভাবিনী	...	ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা	...	১৩০
একাকী	...	চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—		১৩২
আশীর্বাদ	...	জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে		১৩৩

		পৃষ্ঠা
নববধূ	... চ'লেছে উজান ঠেলি' তরনী তোমার,	১৩৬
পরিণয়	... শুভখন আসে সহসা আলোক জেলে,	১৩৯
মিলন	... সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অবগো ...	১৪১
বন্দিনী	... তুমি বনের পূব পবনের সাথী, ...	১৪৪
গুপ্তধন	... আরো কিছুখন না হয় বসিয়ে পাশে,	১৪৬
প্রত্যাগত	... দূরে গিয়েছিলে চলি'; ...	১৪৮
পুরাতন	... যে-গান গাহিয়াছিল কবেকার দক্ষিণ	১৫০
ছায়া	... আঁখি চাহে তব মুখপানে, ...	১৫১
*বাসর ঘর	... তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে ...	১৫৩
বিচ্ছেদ	... রাত্রি যবে সাজ হ'লো, দূরে চলিবারে	১৫৪
*বিদায়	... কালের যাত্রার ধ্বনি ...	১৫৫
*প্রণতি	... কত ধৈর্য ধরি' ছিলে কাছে ...	১৬০
*নৈবেদ্য	... তোমারে দিইনি স্নপ, মুক্তির নৈবেদ্য...	১৬২
*অশ্রু	... সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া ...	১৬৩
*অন্তর্দান	... তব অন্তর্দান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।	১৬৪
বিরহ	... শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল	১৬৫
বিদায় সম্বল	... যাবার দিকের পথিকের 'পরে ...	১৬৭
দিনান্তে	... বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল	১৬৯
অবশেষ	... বাহির পথে বিবাগী হিয়া ...	১৭১
শেষ মধু	... বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায় চৈৎ-ফসলের	১৭৩



સુધીયોના, કાર કોર ગાર

કારક સિપાહિનુ માર ।

મારુ રીતાર માર

મારુ મારુ તરુતર

યે તારુ મિત્રનાર માર ।

હમ મિ મુવિત માર રમી,
હમ મિ મિત્ર તાર પેનિ' ?

મનના તમાર નામ,

તમારુ મનનામ

મારુ મારુ મનનામ ॥

સુધીયોના

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ে, পুষ্পধনু,
রুদ্ধ-বহ্নি হ'তে লহো জলদর্শি তনু ।

যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
জাগো। অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে ।

যাহা রুঢ়, যাহা মূঢ় তব
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক্, হও নিত্য নব ।

মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু ॥

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি',
অমৃত সে-মৃত্যু হ'তে দাও তুমি আনি' ।

সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ,
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ ।

মিলনেরে করুক প্রথর
বিচ্ছেদের ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর ।

মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু বীরের তনুতে লহো তনু ॥

দুঃখে স্তখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ ।

তিমির তোরণে রজনীর
মন্দিবে সে রথচক্র নির্ঘোষ গন্তীর ।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস ।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু ॥

ভাদ্র, ১৩৩৬

বোধন

মা ঘের সূর্য্য উত্তরায়ণে

পার হ'য়ে এলো চলি',

তা'র পানে হায় শেষ চাওয়া চায়

করুণ কুন্দকলি ।

উত্তর বায় একতারা তা'র

তীব্র নিখাদে দিল ঝঙ্কার,

শিথিল যা ছিল তা'রে ঝরাইল

গেল তা'রে দলি' দলি'

শীতের রথের ঘূর্ণি ধূলিতে

গোধূলিরে করে স্নান ।

তাহারি আড়ালে নবীন কালের

কে আসিছে সে কি জানো ?

বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী

করে কানাকানি “কে আসে কি জানি,”

বলে মর্ম্বরে “অতিথির তরে

অর্ঘ্য সাজায়ে আনো ॥”

মহুয়া

নির্ম্মল শীত তারি আয়োজনে
এসেছিলো বনপারে ।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি করে ।
স্নান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তা'রে

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি' ।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তা'র
পূর্ণের দান স্মরি' ।
অলসভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চির-পুরাতনে করে উজ্জল
নূতন চেতনা ভরি' ॥

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে ।
নবীন রূপের অপরূপ জাছু
আনিবে সে ধরনীতে ।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি'
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় ক'রে নিতে

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা ।
দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা ।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তা'র,
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা ॥

মহুয়া

বলো “জয় জয়,” বলো “নাহি ভয়”;-
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে ।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থর থর করি’ উঠুক পরাণ
প্রান্তরে পৰ্বতে ॥

বার্তা ব্যাপিল পাতার পাতায়
“করো ভরা, করো ভরা ।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা ।
দাড়িস্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে
মধুপের মনোহরা ॥”

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে,
ঝঙ্কারি' উঠে অপরিচিতার
জয়সঙ্গীতস্বরে ।

নগ্ন শিশূলে কার ভাণ্ডার,
রক্ত ছুকুল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে ॥

দেখিতে দেখিতে কী হ'তে কী হ'লো
শূন্য কে দিল ভরি' ।
প্রাণবন্তায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী ।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাইতো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্রামাসুন্দরী ॥

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব মাতৈঃ মাতৈঃ,

বন্দীরা পেলো ছাড়া ।

দিগন্ত হ'তে শুনি' তব সুর
মাটি ভেদ করি' উঠে অঙ্কুর,

কারাগারে দিল নাড়া ।

জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমার মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া ॥

কিশলয়-দল হ'লো চঞ্চল,
উতল প্রাণের কল-কোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে ।

মুক্তির গানে কাঁপে চারিধার,
কাণা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে ।

মরু-যাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জন-গীতে
জাগে মোমাছি-পাড়া ॥

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ ?

মৃত্যুদমন শৌর্য্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূর্ণ তব নিঃশেষ ।

বস্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয় বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়ি ॥

জড় দৈত্যের সাথে অনিবার
চির সংগ্রাম ঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে,
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি' চলে
সিন্ধুর তটে তটে ।

হে অজেয়, তব রণভূমি 'পরে
সুন্দর তা'র উৎসব করে,
দক্ষিণ বায়ু মর্ম্মর স্বরে

বাজায় কাড়া নাকাড়া ॥

বরযাত্রা

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
চকিত অরণ্যের সৃষ্টি কাড়ে ।

যেন কোন্‌ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুমুহ পক্ষ ঝাড়ে ॥

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি',
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি ।

ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর, অম্বরে ছড়ায়ে হাসি ॥

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তা'র সঞ্চয় অঞ্জলিয়া ।

মধুকর-গুঞ্জিত
কিশলয়-পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া ॥

কিংশুক-কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিস্কিনী উঠিল বেজে ।

ইঙ্গিতে সঙ্গীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে-যে ॥

দোল পূর্ণিমা, ১৩৩৪

মাধবী

বসন্তের জয়রবে

দিগন্ত কাঁপিল যবে

মাধবী করিল তা'র সজ্জা ।

মুকুলের বন্ধ টুটে

বাহিরে আসিল ছুটে

ছুটিল সকল তা'র লজ্জা ।

অজানা পাত্তের লাগি'

নিশি নিশি ছিল জাগি'

দিনে দিনে ভ'রেছিলো অর্ঘ্য

কাননের এক ভিতে

নিভৃত পরাগটিতে

রেখেছিলো মাধবীর স্বর্গ ।

ফাল্গুন পবন-রথে

যখন বনের পথে

জাগালো মর্ম্মর কলছন্দ

মাধবী সহসা তা'র

সঁপি দিল উপহার,

রূপ তা'র, মধু তা'র, গন্ধ ॥

দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৪

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিন্তু দৌছে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে !
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে !
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে ।

কাননপর ছায়া বুলায়
ঘনায় ঘনঘটা ।
গঙ্গা যেন হেসে ছুলায়
ধূজ্জটীর জটা ।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়-রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে ।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনা-দান ব'হে ॥

বৈশাখ, ১৩৩৩

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা !
ক্ষান্ত-কূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি’-
“এসেছে কি ?”

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগলো শিরীষ ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে !
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিলো,—“শুনাও দেখি,
আসেনি কি ?”

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে
ডালগুলি তা'র রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে !
প্রত্যাহ তা'র মর্ম্মর স্বর ব'ল্বে আমায় কী বিশ্বাসে
“সে কি আসে ?”

প্রশ্ন জানাই পুষ্প-বিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষ-গণন হয় না কি মোর সারা ?
প্রত্যাহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
“সে কি এলো ?”

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫

অর্থ্য

সূর্য্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে,
অরুণ আলোর ঝঙ্কার মোর
লাগলো গায়ে ।
অঞ্চলে মোর কদম ফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঞ্জলির
চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায়
মিলায় কথা ।

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা ।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার
দোলন লাগা ।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থপাথীর
ডানার ডাকে ॥

চ'ল্‌বো ডালায় আলোক-মালায়
প্রদীপ জ্বলে,
ঝিল্লি-বানন অশোকতলায়
চমক মেলে ।
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে,
আপ্নাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুন-বনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা ;
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙীন করা ॥

মহুয়া

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
অগ্নি-শিখা,
প্রথম ধরায় সেই যে পরায়
আলোর ঢীকা ।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
ক'র্বে ঘোষণা প্রেমের উদ্বোধনী,
প্রাণ-দেবতার মন্দির দ্বার
যাক্ রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে ॥

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫

দ্বৈত

আমি যেন গোখুলি গগন
 ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হ'য়ে ধরাপানে চাই ;
 কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তর ভূমি ।
তারি প্রান্তে নিরাল পিয়াল তরু ভূমি
 বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া
 স্তব্ধ হিয়া
শ্রামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্য্যচন্দ্রতারা ।

তোমার মঞ্জরী
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি' ;
 তোমার পল্লবদল
 কভু স্তব্ধ, কভুবা চঞ্চল ।
 একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্যনব ।

মহুয়া

কিশলয়গুলি
— কম্পমান করণ অঙ্গুলি—
চায় সন্ধ্যারক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা,-
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা ।

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩১

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুম-কোরক খোঁজে ।
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে ।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে,—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবূঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে ॥

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তা'র আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয় তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে ?

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
দ্বারে গিয়ে
এসেছিছু ফিরে
নতশিরে ।

ক্ষণতরে বুঝি
বাহিরে ফিরেছি খুঁজি'
হায়রে বৃথাই
বাহিরে যা' নাই ।
ভীকু মন চেয়েছিলো ভুলায়ে জিনিতে,
হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে ।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন ভোর
দিনে দিনে দিব তা'র হাতে তুলি'
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হ'তে আসিবে যে-শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ;

উপহার

কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তা'রে
যে-তুল্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাত সম
পায়ে দিব তা'র
যে এক-মুহূর্ত্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৫

শুভযোগ

যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরনী,
সর্বদা বেষ্টিয়া তা'র তরঙ্গের ধন্য ধন্য ধানি
মন্দিয়া উঠিল কূলে কূলে ;
নদীর গদগদ বাণী অশ্রবেগে উঠে ফুলে' ফুলে'
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী ব'লেছে আপনি না জানে,
সে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে ॥

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এলো চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাতে বর্ণবহু জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি' ;

শিমূল পাগল হ'য়ে যাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভ'রে তা'র দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি' পূরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্ত-ফেন সুরা ।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল ব'লেছি নিঃশেষে ॥

২৪ শ্রাবণ, ১৩৩৫

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সঙ্গোপনে আসন লবো
চুপে চুপে ।
সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে ॥

সেথায় নিয়ে যাবো আমার
দীপশিখা,
গাঁথবো আলো-আঁধার দিয়ে
মরীচিকা ।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিয়ে দেবো চুলে ;
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির ॥

পরশ মম লাগবে তোমার
 কেশে বেশে,
 অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
 উঠবে ভেসে ।
 ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
 বসন্ত বাহার,
 পূরবী কি ভীমপলাশী
 রক্তে দোলে—
 রাগরাগিনী ছুঁখে স্নুখে,
 বায়-যে গ'লে ॥

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
 আমরা দৌঁহে
 আপন মনে র'চবো ভুবন
 ভাবের মোহে ।
 রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
 মায়ার চিত্রলেখা,—
 বস্তু-চেয়ে সেই মায়া তো
 সত্যতর,
 তুমি আমায় আপ্নি র'চে
 আপন করো ॥

নির্ব্বারিণী

ঝর্ণা, তোমার স্বটিক জলের
স্বচ্ছধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য্যতারা !
তারি একধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, ছুলায়ে তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ে
কলধ্বনি,—
দিয়ে তা'রে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী ॥

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আভি পরাণে আমার
মেতেছে কবি ।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণী রূপ দেখিলাম আজি
নির্ব্বারিণী ।

তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি ॥

* অষাঢ়, ১৩৩৫

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শৰ্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিযো দিক্‌ভ্রান্তে ।

ধরা যেথা অস্থরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের পরে
আধেক আলোকরেখা রক্ত

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ ।

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হ'য়েছে মোর সাঙ্গ ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ ।

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
 রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ !
স্বপ্নে যে-বাণী হ'লো হারা
 জাগরণে করো তা'রে পূর্ণ ।

নিশীথের তল হ'তে ভুলি'
 লহো তা'রে প্রভাতের জন্ম ।
অঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি'
 আলোকে তাহারে করো ধন্য ।

যেখানে স্রুষ্টি হ'লো লীনা,
 যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অপিনু সেথা মোর বীণা
 আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র ॥

আষাঢ়, ১৩৩৫

প্রকাশ

আচ্ছাদন হ'তে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে ।
অজ্ঞাত ছিলাম এত দিন
পরিচয়হীন,—
সেই অগোচর-দুঃখ ভার
বহিয়া চ'লেছি পথে ; শুধু আমি অংশ জনতার
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি' জানো !
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা !
সে মহা নির্জন,
যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
সেইখানে আনো আলো
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়,
আমার সমস্ত হোক তব দৃষ্টিময় ॥

ছায়া আমি সবা কাছে, অক্ষুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে ।
তা'রা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তা'রা মোর কস্ম জানে, নাহি জানে মর্শ্মগত প্রাণ ।
সত্য যদি হই তোমা কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে ।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন ।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার ।
বহিতেছি অজ্ঞাতের বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে ॥

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার
অঙ্গমাংখে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
মালার সাজে
নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণী হিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে-দোল
উঠিছে ছুলে,
এ বরণ-গান নাহি পোলে মান
মরিব লাজে,
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে ॥

অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া
বাহির হ'তে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন শ্রোতে ।
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হোক না সারা !
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে ।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে ॥

২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৫

যুক্তি

ভোরের পাখী নবীন আঁখি দুটি
পুরানো মোর স্বপন-ডোর
ছিঁড়িল কুটি কুটি ।
রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি',
বিজুলি হানি' দৈববাণী
বক্ষে উঠে ছলি' ।
ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়ন ছায়ে
মাটির যেন মর্ম্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
চেউয়ের লুটোপুটি
মিলি সকলে কী কোলাহলে
বক্ষে এলো জুটি' ॥

ভোরের পাখী নবীন আঁখি দুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি' ।
কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিল লীলাভরে
দুয়ার-খোলা পুরানো খেলা-ঘরে ।

যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি
 অজানা ভাবে অবুঝ গান
 একদা গাহিয়াছি ।
 প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
 ক্ষ্যাপামি এলো ছুটি',
 লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
 সকলি গেল টুটি' ॥

ভোরের পাখী নবীন আঁখি ছুটি
 শুকতারাকে যেমনি ডাকে
 প্রাণে সে উঠে ফুটি' ।
 অরুণ-রাঙা চেতনা জাগে চিতে—
 বুম্‌কো-লতা জানায় কথা
 রঙীন রাগিণীতে ।
 মনের 'পরে খেলায় বায়ুবেগে
 কত-যে মায়া রঙের ছায়া
 খেয়ালে-পাওয়া মেঘে ;
 বুলায় বুকে ম্যাগ্নোলিয়া
 কোতূহলী মুঠি,
 অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
 নিখিলে জেগে উঠি' ॥

উদযাত

অজানা জীবন বাহিনু,
রহিনু আপন মনে,
গোপন করিতে চাহিনু
ধরা দিনু ছনয়নে ।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে ছিনু কেবলি,
তুমি কেন এসে সহসা
দেখে গেলে আঁখি কোণে
কী আছে আমার মনে ?

গভীর তিমির গহনে
আছিনু নীরব বিরহে,
হাসির তড়িৎ দহনে
লুকানো সে আর কি রহে ?
দিন কেটেছিলো বিজনে
ধেয়ানের ছবি সৃজনে,
আনমনে যেই গেয়েছি
শুনে গেছো সেইখানে
কী আছে আমার মনে ॥

প্রবেশিলে মোর নিভূতে,
দেখে নিলে মোরে কী ভাবে,
যে-দীপ জ্বলেছি নিশীথে
সে-দীপ কি তুমি নিভাবে ?
ছিল ভরি' মোর থালিকা,
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা ?
সরম দিবে কি তাহারে,
অকথিত নিবেদনে
যা আছে আমার মনে ?

অসমাপ্ত

বোলো তা'রে, বোলো,
এতদিনে তা'রে দেখা হ'লো ।

তখন বর্ষণ শেষে
ছুঁয়েছিলো রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্ম-মোরের খোলো ।

বনের মন্দির মাঝে
তরুর তশুরা বাজে,
অনন্তুর উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল ব'হে যায়,
নয় হ'লো বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ ॥

দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখিছে আকাশ পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অঙ্কর ।

অস্তিত্বের পারে পারে
এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে ।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি'
আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে ॥

বোলো আজি তা'রে,
চিনিলাম তোমারে আমারে ।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছো কম্পিত মোর দ্বারে ।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে,
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিঃশ্বাস তোমার
স্পন্দিত ক'রেছে জানি
আমার গুণ্ঠন খানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার ॥

মহুয়া

বোলো তা'রে আজ,
“অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিলো গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছো শুধু অমা ।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈত্য করো ক্ষমা ॥”

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খণির নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার ।

যেমন নূতন বনের ছকুল,
যেমন নূতন আমার মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের
নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নব যৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার ॥

যে-বাণী আমার কখনো কাঁপেও
হয়নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্যকলা ।

মহুয়া

আজি অকারণ মুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মন্স্বরস্বরে বনের ঘুচিল

মনের ভার,—

যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ,
উচ্ছ্বসি' উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার ॥

২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে,

যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?

কোন্ অন্ধক্ষেণে

বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে

রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,

মুখ দেখিলাম তোরা ।

চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংস্রাপনে

আছ আত্ম-বিস্মৃতির কোণে ?

তোরা সাথে চেনা

সহজে হবে না,

কানে কানে মৃদু কণ্ঠে নয় ।

ক'রে নেবো জয়

সংশয়-কুণ্ঠিত তোরা বাণী ;

দৃপ্ত বলে লবো টানি'

শঙ্কা হ'তে, লজ্জা হ'তে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হ'তে

নির্দয় আলোতে ।

মহুয়া

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর ।

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না ;
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি' দিক্
তোমাতে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জলি',
দিব তা'রে জীবন অঞ্জলি ॥

* আষাঢ়, ১৩৩৫

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছো মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয় ?
জীবন দিয়ে তোমারে, প্রিয়ে, করিব আমি জয় ।
বিল্ব-ভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তা'র আশা,
বিপুল তা'র বল,
তোমার আঁখি-বিজুলি-ঘাতে হবে না নিষ্ফল ।

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে ।
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি', ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তুষিত তরুমূল ।
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তোলে মাথা ।

মহুয়া

নিঠুর তপে মস্ত্র জপে নীরব অনিমেঘে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে ।
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাতি,
শ্রবণ রহে পাতি ।
কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকুপণ
আষাঢ় মাসে স্নেহলীল শুভখন ;
পূর্বগিরি-আড়াল হ'তে বাড়ায় তা'র পাণি,
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি' উঠে বাণী,
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি,
অশ্রুবারি বন্যা নামে ধরণী যায় ভাসি' ॥

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক ।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হ'তে সে জেনো লিখন বিধাতার ।
অচল গিরিশিখর 'পরে সাগর করে দাবী,
ঝরনা পড়ে নাবি' ।

সুদূর দিক্-রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে ।
এড়ায়ে যাবে বলি’
কত না আঁকা-বাঁকার পথে চলে সে ছলছলি’ ।
বিপুলতর হয় সে ধারা, গভীরতর সুরে,
যতই আসে দূরে ।
উদার-হাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা,—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তা’র মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা ॥

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরনীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে ।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি ।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি ।

উড়াবো উর্দ্ধে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে ।
রুদ্ধ দিনের দুঃখ পাই তো পাবো,
চাই না শান্তি, সাধনা নাহি চাবো

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
 ছিন্ন পালের কাছি,
 মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
 তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
 দৌহারে দেখেছি দৌহে,—
 মরু পথ তাপ দুজনে নিয়েছি স'হে
 ছুটি নি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে,
 ভুলাইনি মন সত্যেরে করি' মিছে—
 এই গৌরবে চলিব এ ভবে
 যত দিন দৌহে বাঁচি।
 এ-বাণী প্রেয়সী হোক মহীয়সী
 তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ, ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চ'ল্‌তি হাওয়ার পন্থী ।
রঙীন নিমেষ ধূলার ছলল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত ॥

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ ।
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্‌ গুচ্ছ ॥

নাই আমাদের সঞ্চিত ধন-রত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন ।
পথ পাশে পাখী পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তা'রে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে হুজনে তৃপ্ত ।
আমরা চকিত অভাবনীর
কচিং কিরণে দীপ্ত ॥

* আষাঢ়, ১৩৩৫

দূত

ছিছু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে ।
হেনকালে নির্জন কুটীর দ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গস্তীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি দ্বার খোলো ।

মনে হ'লো
ঐ যেন তোমারি স্বর শুনি,
ঐ যেন দক্ষিণ বায়ু দূরে ফেলি' মন্দির ফাল্গুনী
দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,
পাঠালো নির্যোষ তা'র বজ্রধ্বনি-মন্দিরিত মল্লারে ।
কেঁপেছিলো বক্ষতল
বিলম্ব করিনি তবু অর্ধ পল ।

মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি,
 বিরহিণী নারী,
 ছাড়িনু ধৈর্য তব তোমারি সম্মানে,
 ছুটে গেলু দ্বারপানে ।
 শুধালেম তুমি দূত কার ?
 সে কহিল আমি তো সবার ।
 যে-ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
 ডাকিলাম তারে সেই ঘরে ।
 আনিলাম অর্ঘ্যখালি,
 দীপ দিনু জ্বালি ।
 দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
 যে-মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে ॥

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ন মেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায় ;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
নারদ হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু কটাক্ষচ্ছটায়

সে-দুর্যোগে এনেছিল তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি ।
বাদলের বিষলছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিলো কাজল গ্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে ॥

মন্ত্র মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পূবন হওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,

তখনো নিভীক নীপ গন্ধ দিল পাখীর কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধূলায় ।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিবু উপহার ॥

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে, সখী,
একটি কেতকী ।
তখনো হয়নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরাল।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কা'রে খুঁজে খুঁজে'

দাঁড়াইলে ছয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া ।
শুধালেম আমি কৌতূহলী,
“কী এনেছো” বলি' ।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইবু হাত ।

মহুয়া

ঝঙ্কারি' উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে

কাঁটার সঙ্গীতে ।

চমকিলু কী তীব্র হরষে

পরুষ পরশে !

সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,

অন্তরে ঐশ্বর্য রাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন

নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান

তাই তব দান ॥

৪ ভাদ্র, ১৩৩৫

দায়-মোচন

চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল
এ কথা বলিতে চাও বোলো ।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল ;
তা'র পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাবো না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া ছদিকেই খোলা র'বে দ্বার,
যাবার সময় হ'লে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো ।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা
অশ্রু-নয়নে বৃথা শিরে কর হানি'
যাত্রায় নাহি দিব বাধা ।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, হে চিরবিরহী ;

মহুয়া

তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
র'বে তব বিস্মৃতিতলে ॥

দূরে চ'লে যেতে যেতে দ্বিধা করি' মনে
যদি কভু চেয়ে দেখো ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে ।
মার্জনা করো যদি পাবে তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তা'র বেশি দিলে
ছুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
ছুঃখের মূল্য না মিলে ॥

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে ।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তা'র,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে

প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাবো না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তা'র মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাইনি বড়ো সেই নয় ।
চিন্তা ভরিয়া র'বে ক্ষণিক মিলন
চির বিচ্ছেদ করি' জয় ॥

৭ ভাদ্র, ১৩৩৫

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাহি দিবে অধিকার,

হে বিধাতা ?

পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি’

ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি’

দৈবাগত দিনে ?

শুধু শূন্যে চেয়ে রবো ? কেন নিজে নাহি লবো চিনে

সার্থকের পথ ?

কেন না ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ

দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি’ দৃঢ় বল্গা পাশে ?

দুর্জয় আশ্বাসে

দুর্গমের দুর্গ হ’তে সাধনার ধন

কেন নাহি করি আহরণ

প্রাণ করি’ পণ ?

যাবো না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—

আমারে প্রেমের বীর্ঘ্যে করো অশঙ্কিণী ।

বীর হস্তে বরমাল্য লবো একদিন

সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন

ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে ?

কভু তা'রে দিব না ভুলিতে

মোর দৃপ্ত কঠিনতা ।

বিনয় দীনতা

সম্মানের যোগ্য নহে তা'র,—

ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার ।

দেখা হবে ক্ষুরক সিন্ধুতীরে ;

তরঙ্গ গর্জনোচ্ছ্বাস, মিলনের বিজয়ধ্বনিরে

দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপবে ।

মাথার গুণ্ঠন খুলি' কবো তা'রে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে

একমাত্র তুমিই আমার ।

সমুদ্র পাখীর পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুঙ্কার

পশ্চিম পবন হানি',

সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তা'রা পন্থা অনুমানি' ।

মহুয়া

হে বিধাতা আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা !
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হ'তে
নির্ব্যাহিত স্রোতে ।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তা'রে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয় ।
সময় ফুরায় যদি, তবে তা'র পরে
শান্ত হোক সে-নির্ব্যাহিত নৈঃশব্দ্যের নিস্তর সাগরে ।

৭ ভাদ্র, ১৩৩৫

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা ল'য়ে আছি, প্রিয়তমে,
চিহ্ন মোর তোমারে প্রণমে !

অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা ।

সেবাকক্ষে করি না আহ্বান ;—

শুনাও তাহারি জয়গান

যে-বীর্য্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য্য ফিরে অবাস্তিত,
চাটুল্লুক জনতায় যে-তপস্যা নির্ম্মম লাস্তিত ।

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্ন-তাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত ।

শুকবাক্য বালুকার ঘূর্ণিপাক ঝড়ে
পথিক ধূলায় শুয়ে পড়ে ।

নাহি চাহি মধুর শুক্রযা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,

তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদীপ্ত করুক চিত্তে উর্দ্ধশিখা বিপুল বিশ্বাস ।

মহুয়া

ধূসর প্রদোষে আজি অস্ত পথ জুড়ে’
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে ।
আলো আঁধারের পাকে না মিলে কিনারা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা ।
যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক্ বিধির ধিকারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ।

কুৎসায় বিস্তারি’ দেয় পক্ষে ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শোষণ্য ব’লে জানি,
ভাবি, দুর্ঘ্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায় ।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি’ জানি ছলনাকে,
মর্শ্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি’ রাখে ॥

হে বাণীরূপিনী, বাণী জাগাও অভয়,

কুজাটিকা চিরসত্য নয় ।

চিত্তেরে তুলুক উর্দ্ধে মহত্ত্বের পানে

উদাত্ত তোমার আশ্রদানে ।

হে নারী, হে আশ্রার সঙ্গিনী,

অবসাদ হ'তে লহো জিনি,—

স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,

হে সতী সুন্দরা আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ ॥

ভাদ্র, ১৩৩৫

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিকবস্ত্র ছাড়ে
আসনের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা ?
প্রাঙ্গণের চারিধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যে দিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি' ;
পরি' লয় নূতন সবুজ-রঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন ।
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি' নিমন্ত্ৰণ যায় হেঁকে হেঁকে ।
যেদিন প্রণয়ী বক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভবে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সঙ্গীত বাজে গভীর বিরহে,—
নহে, নহে, সেদিন তো নহে ॥

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকায়ে কাঞ্চন রঞ্জে
তুমি কবে এলে !
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধূলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্য্য গোরবে ।

কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের সঙ্গে ধ্বনির সঙ্গম ;
অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতি-সজ্জ আনে পাখায় পাখায়
চিত্রলিপি, কুমুমেরি বিচিত্র অঙ্করে ;
ধরণী যৌবনগর্ব্বভরে
আকাশে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে-বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে ।

আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্ছ্বাসে
ধৈর্য্য নাহি রহে,—
নহে, নহে, সেদিন তো নহে ॥

মহুয়া

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে ।
প্রাচুর্য্য-প্রশান্ত তট পেয়েছে সঙ্গিনী
তরঙ্গিনী—
তপস্বিনী সে-যে, তা'র গম্ভীর প্রবাহে—
সমুদ্র-বন্দনা গান গাহে ।
মুছিয়াছে নীলাশ্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধ-মুক্ত নিশ্চল আলোক ।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধ্যানে তা'র মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে ।
অপ্রগল্ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুপ্তিত,
পূজারিণী নিরবগুপ্তিত,
আলোকের আশীর্ব্বাদে শশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তা'র প্রাণে ।

দিগন্তের পথ বাহি’
শূন্যে চাহি’
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি’ ।
সেই স্নিগ্ধকণ্ঠে, সেই স্বচ্ছ সূর্য্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অশ্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে ॥

ভাদ্র, ১৩৩৫

সাগরিকা

সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে ।

শিথিল পীতবাস

মাটির 'পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারি পাশ ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা অঁকিয়া দিল স্নেহে
মকর-চূড় মুকুটখানি পরি' ললাট 'পরে,
ধনুক-বাণ ধরি' দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, “আমি এসেছি পরদেশী ।”

চমকি' ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি' শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, “কেন এলে ?”
কহিনু আমি, “রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল-বনে ।”
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যুথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপা ফুল ।

দুজনে মিলি' সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু এক মনে ।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি'
ধূজ্জটির মুখের পানে পার্শ্বতীর হাসি ।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরি-শিখর 'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে ।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে ।
চলিতে পথে বাজায়ে' দিনু বাঁশি,
“অতিথি আমি,” কহিনু দ্বারে আসি' ।

তরাস-ভরে চকিত-করে প্রদীপখানি জ্বলে,
চাহিলে মুখে, কহিলে, “কেন এলে ?”
কহিনু আমি, “রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাবো তব আমার আভরণে ।”
চাহিলে হাসি-মুখে,
আধো-চাঁদের কনক-মালা দোলানু তব বুকে ।

মহুয়া

মকর-চুড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিছু শিরে ।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন-সাজ করিল ঝলমল ।
মধুর হ'লো বিধুব হ'লো মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগর-জলে দোলে

ফুবালো দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যা-বেলা ভাসিল জলে আবার তরী-খানি ।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এলো সাগর-তলে দারুণ ঢেউ তুলে' ।
লবণ-জলে ভরি'
অঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন-ভরা তরী ।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে,
ভূষণ-হীন মলিন দীন বেশে ।
দেখিছু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি'
তেমনি ক'রে র'য়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি

সাগরিকা

হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
ভরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগর-জলে যবে,
মীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি অঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে ॥

মিনতি মমঃশুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপ-খানি ধরি' ।
এবার মোর মকর-চূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে ।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না ।

বরণ

পুরাণে ব'লেছে
একদিন নিয়েছিলো বেছে
স্বয়ম্বর সভাঙ্গনে দময়ন্তী সতী
নর-নরপতি,—
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে !
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চ'লে গেল লাজে ।
দেবমূর্তি চিনেছে সে দিন,
তা'রা-যে ফেলে না ছায়া, তা'রা অমলিন ।
সেদিন স্বর্গের ধৈর্য্য গেল টুটি',
ইন্দ্রলোক করিল ভ্রুকুটি ॥

তাই শুনে কত দিন একা ব'সে ব'সে
ভেবেছিলু বালিকা বয়সে,
আমি হবো স্বয়ম্বর বিশ্ব সভাতলে,—
দেবতারি গলে
দিব মালা তপস্বিনী,
মানবের মাঝখানে একদিন লবো তা'রে চিনি'
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
দিনে দিনে বরমাল্য গাঁথিব যতনে ॥

কঠিন সে পণ,
 ভাবিনি কেমনে তা'রে করিব সাধন ।
 মানুষ-যে দেশে দেশে
 কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে ;
 ললাটে তিলক কারো লেখা,
 দেখিতে দেখিতে তা'র কালো হ'য়ে ওঠে স্বর্ণরেখা ।
 কারো বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তুণ,
 কেহ করে বজ্রধ্বনি, নাহি তাহে বজ্রের আগুন ।
 বাতায়নে ব'সে থাকি,
 কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি' উঠে আঁখি ;
 চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে
 বৃষ্টি হ'তে হ'তে দেখি শিলা পড়ে এসে ॥

একদিন রৌদ্রের বেলায়
 মধ্যাহ্নের জনতার মুখর মেলায়
 রাজপথ পাশে
 দাঁড়াইলু,—দেখিলাম যারা যায় আসে
 তাহাদের কায়া
 সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া ।

মহুয়া

শুনিলাম স্পর্ধা-তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর
ছিন্ন ক'রে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর ।
উজ্জ্বল সজ্জায়
দীন অঙ্গ সমাস্ত্রন ধনের লজ্জায় ।
ছুটে চলে অশ্বরথ
তা'র চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত

যখন সেদিন সেই উর্দ্ধ্বাস লুন্ধ ঠেলাঠেলি
নানাশব্দে উঠিছে উদ্বেলি'
তুমি দেখি পথ প্রান্তে একা হাস্যমুখে
নিঃশব্দ কোতুকে
চেয়ে আছ—হৃদয় আছিল জনশ্রোতে,
মন ছিল দূরে সব হ'তে ।
তুমি যেন মহাকাল-সমুদ্রের তটে
নিত্যের অসীম চিত্রপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী ।
ব'হে গেল জনতার ঢেউ,—
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ

একা আমি দেখেছি তোমারে—
তুমিই ফেলোনি ছায়া ছায়ার মাঝারে ।
মালা হাতে গেছু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে ।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্ত্যের মুখ ভ্রুকুটিল অবজ্ঞার ভরে ।

১৮ ভাদ্র, ১৩৩৫

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিঁদু কিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি ।

আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তা'রে
মৃত্তিকা তা'র চুমি ।

হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার;
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে ।

তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে ॥

তব আস্থানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে ।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে ।

যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
তা'র সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে

দিনু পথপরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে ॥

মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয় ।
তব রচনায় তব ভক্তের
কিছু বাণী মিশে রয় ।
তোমার মধ্যদিবসের তাপে
আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে-মন্ত্ৰ জপে
গভীর যা তব মনে,
মোর ফলভার মিলানু তোমার
সাধন-ফলের সনে ॥

বেলা চ'লে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,—
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে রবো
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চির বরণীয়,
তোমারি স্মরণে রবো স্মরণীয়
না মানিব পরাভব ।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা-কিছু আমার সব ॥

মুক্তরূপ

তোমাতে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায় ।
তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ করি বৃষ্টি,
সে-বন্ধনে তোমাবেই পাই না তো খুঁজি',
তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাত-বিলাসী,
আলোতেই তোমার প্রকাশ,
তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চ হাসি
যাক্ চ'লে ভেদিয়া আকাশ ॥

জানি, যদি লুপ্ত মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্ত্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাঙারের তবে রহিব গ্রহরী,
বঞ্চনা করিব আপনায় ।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তা'র মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাবে কি আমার জীবন ?
গাঁথিব কি বৃদ্ধদের হার ?
তোমাতে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাক্ষা আমার ?

বিরাজে মানব-শৌর্য্যে সূর্য্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমির-জয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তা'রে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম্ম নহে কভু ।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি',
পশ্চাতে উড়ুক্ তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম অন্তে মৃত্যু যদি আসি'
দেয় ভালে অমৃতের ঢীকা
জানি যেন সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি'
আমারো জীবন-জয়-লিখা ॥
আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো ;
মোর দুঃখ-যজ্ঞের শিখায়
জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্ক-দুঃসহ
রাত্রিরে দহি' সে যেন যায় ।
তোমারে করিছু দান শ্রদ্ধার পাথেয়,
যাত্রা তব ধন্য হোক, যাত্রা কিছু হেয়
ধূলিতলে হোক্ ধূলি, দ্বিধা যাক্ মরি',
চরিতার্থ হোক্ ব্যর্থতাও,
তোমার বিজয়মাল্য হ'তে চিন্ন করি'
আমারে একটি পুষ্প দাও ॥

১৩ ভাদ্র, ১৩৩৫

স্পর্শ

শ্লথ প্রাণ দুর্বলের স্পর্শ আমি কভু সহিব না ।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা,
ক্রেদঘন চাটুবাক্যে বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তা'র,
কলুষ-কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্ত্রর কণ্ঠে গদগদ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোক-বঞ্চিত তা'র অন্তরের কানায় কানায়
ছুটে ফেন উঠে বুদ্ধ দিয়া,—ফেটে যায়, দেয় খুলি'
রুদ্ধ বিষবায়ু । গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্লনা বিকার তা'র শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলা ।—প্রাণপণ বলে
মন তা'রে করে কষাঘাত । জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ করে, লজ্জিত দেবতা তা'রে দূষে
অসহ্য সে অপমানে । নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সন্মান ॥

রাখী-পূর্ণিমা

কাহারে পরাবো রাখী যৌবনের রাখী-পূর্ণিমায়,
হে মোর ভাগ্যের দেব! লগ্ন যেন ব'হে নাহি যায়।
মেঘে আজি আবিষ্ট অশ্বর, ঘন বৃষ্টি আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হ'য়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা ব'সে
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিবিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
চিহ্নহীন পথে। এসেছিলো দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অশ্রুট ছিল অর্ধ জাগরণে। ডাকেনি সে
নাম ধ'রে, ছুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্র-তরঙ্গ-রবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হ'লো আমার রজনী,
জানা তো হ'লো না কোন্‌ ছঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্জন'। আমি রহিছু জাগিয়া ॥

১৫ ভাদ্র, ১৩৩৫

আহ্বান

কোথা আছ ? ডাকি আমি । শোনো শোনো আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব । আমি নহি তোমার বন্ধন ;
পথের সম্বল মোর প্রাণে । দুর্গমে চ'লেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে—উপবাস-হিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন ; উদ্ধৃত নিষেধ-দণ্ড রাত্রিদিন
উত্তত করিয়া আছে উর্দ্ধপানে । আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে,
যথা রুম্ব রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
হৃদ্যাম নির্ঝরে ঢালে দুর্গিবার সেবার আগ্রহ ;
শুকায় না রসবিন্দু প্রথর নির্দয় সূর্য্যতেজে ;
নীরস প্রস্তুতলে দৃঢ়বলে রেখে দেয় সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি । সহাস্ত্র উজ্জল গতি তা'র
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্য্যের আধার ॥

১৬ ভাদ্র, ১৩৩৫

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে ।

আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি ?
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
ব'হে গেল বুঝি, কাজে হ'য়ে গেল হেলা ॥

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্বযুগের পূজাহীন দেবতারে
প্রভাত অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
শূন্য বেদীর অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হ'লে সন্ধ্যাতারার আলো
যে-পূজারী নাই তা'রে বলে “দীপ জ্বালো” ॥

একদিন বুঝি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা ক'রেছে দীর্ঘ এ পথখানি ।
আজি তা'র নাম নাই ইতিহাসে,
জীর্ণ হ'য়েছে বালুকার গ্রাসে,
প্রান্তর-শেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধু জল নিয়ে যায় চ'লে ॥

মহুয়া

লুপ্তকালের গুরু সাগর ধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্ন ছায়ে
হেরিছু তোমার আসিছু ক্লান্ত পায়ে ॥

গুধু দুটি তরু মরুর প্রাণের কথা,
লুকানো কী রসে বাঁচে তা'র শ্যামলতা ।
সেদিন তাহারি মর্শ্বের সনে
কী ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে ;
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখী
হতাশ পাখার হাহাকার রেখা আঁকি' ॥

তপ্ত বালুরে ভৎসিয়া মুহু মুহু
তাপিত বাতাস চিৎকারি' উঠে লুহ ;
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেঁকে বেঁকে
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে ;
রুঢ় রুঢ় রক্তের মাঝখানে
দুইটি প্রহর ভ'রেছিছু প্রাণে গানে ॥

দিন শেষ হ'লো, চ'লে যেতে হ'লো একা,
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা,
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি স্নান,
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জানো
অসীমের বকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি' ॥

তা'র পরে কত দিন চ'লে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে ।
বহু পরে যবে ফিরিলাম, প্রিয়ে,
এ-পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগলতরু
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু ॥

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেইক্ষণ
চিরকাল ভরি' রহিল লুকানো,
ওগো অগোচরা জানো নাহি জানো ;
আর কোনো দিনে অশ্রু যুগের প্রিয়া
তা'রে আর কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া ?

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি' ।

নাহি ঘুচিবে কি

অশোকের অতি-খ্যাতি, বকুলের মুখর সন্মান ?

ক্লান্ত কি হবে না কবি গান

মালতীর মল্লিকার

অভ্যর্থনা রচি' বারম্বার ?

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোরা, লঘুধ্বনি তা'র,

উচ্চশিরে তবু রাজকুল-বণিতার

গৌরব রাখিস্ উর্দ্ধে ধ'রে ।

আমি তো দেখেছি তোরে

বনস্পতি গোষ্ঠীমাঝে অরণ্যসভায়

অকুণ্ঠিত মর্যাদায়

আভিস্ দাঁড়িয়ে ;

শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে

শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বথের সাথে

প্রথম প্রভাতে

সূর্য্য অভিনন্দনের তুলেছিস্ গন্তীর বন্দন

অপ্রসন্ন আকাশের ক্রোধে যখন
অরণ্য উদ্ভিন্ন করি' তোলে,
সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে
শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস্ দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে

অনাবৃষ্টি-ক্লিষ্ট দিনে,
বিশীর্ণ বিপিনে,
বন্যাবভুক্ষুর দল রিক্ত পথে,
ভূভিক্ষের ভিক্ষাজলি ভরে তা'রা তোর সদাব্রতে ॥
বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন,
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্তদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হ'তে জাগাস্ মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মোমাছির চঞ্চলিয়া উঠে ।

মহুয়া

তোর সুরাপাত্র হ'তে বহুনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পুণিয়ার নৃত্য-মত্ততারি ।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভ'রে !
কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাবো, ডাকিব মহুয়া নাম ধ'রে

১৮ ভাদ্র, ১৩৩৫

দীনা

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা। কখনো কহিনি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে ।

মোর স্পর্শে বাজে
যে তন্ত্রটি তোমার বীণায়,
তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায়
তোমার বসন্ত রাগে,
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে ?
সে তন্ত্র সোনার বটে,—বিভাসে ললিতে
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
তাইতে হ'য়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন অঞ্জলি ।

মহুয়া

তবু সত্য ক'রে বলি,
বাথা লাগে বৃকে
যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
নিভৃত তোমার ঘরে
স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে,
—যখন জাগেনি পাখী, রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্য্যোদয় আশে
র'য়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটী বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করজোড়ে আছে স্থির আলোক-প্রত্যাশী,—
তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে
জেনেছি হৃদয়ে
তুমিই অচেনা ।
কোনো দিন ফুরাবে না
পরিচয়, তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
কথায় যা বলো নাই, আমি যে জানিনা তার ভাষা ।
ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
দেখো দূর হ'তে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা ।

তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
হ'য়ো না কঠোর,
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাকো, তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করিনি আমি কভু ।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্তমনা,
সে কি মোর কিছু নিয়ে পূরাতে কামনা ?
নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আসো মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী ॥

১৯ ভাদ্র, ১৩৩৫

সৃষ্টি রহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে ক'রেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্ব-গৌরব ।

তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিষয় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদের মতন ।

অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তা'রা অঙ্গ ধরি' তোমাতে মিলালো
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেঘে হ'য়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা

ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে ।
সেই সৃষ্টি-তপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে, যবে তব মুখে মেলি আঁখি
সম্মুখে তোমার ব'সে থাকি ॥

নায়ী

শ্যামলী

সে যেন গ্রামের নদী

বহে নিরবধি

মৃদুমন্দ কলকলে ;

তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;

ঝুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে

ছোটো ক'রে রাখে আকাশেরে ।

জগৎ সামান্য তা'র, তারি ধূলি 'পরে

বনফুল ফোটে অগোচরে,

মধু তা'র নিজ মূল্য নাহি জানে,

মধুকর তা'রে না বাখানে ।

গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,

দিন কাটে সহজ সেবায় ।

স্নান সাজ করি' এলোচুলে

অপরাজিতার ফুলে

প্রভাতে নীরব নিবেদনে

স্তব করে একমনে ।

মহুয়া

মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিম্নে দীঘিজলে
শৈবালের ঘনস্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি 'পর
আব্ছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তা'র ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্ম্মরে ।
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি', —
—নাম কি শামলী ?

—

কাজলী

প্রচুর দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তা'র নত

স্তুতিত মেঘের মতো,

তৃষ্ণাহরা

আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা ।

সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,

অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী :

যে-পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে

ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে,

সেই অজানার লাগি' গৃহকোণে আনত-নয়ন

বুনিছে শয়ন ।

সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দীঘিজল

অচঞ্চল,

কানায় কানায় ভরা,

শীতল অতল মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা ।

মহুয়া

কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে
সুন্ধ ছায়া পাতি'
হাসির খেলার সাথে
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি,—
—নাম কি কাজলী ?

হেঁসালী

যারে সে বেসেছে ভালো তা'রে সে কাঁদায় ।

নূতন ধাঁধায়

ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তা'রে,

কেবলি আলো-আঁধারে

সংশয় বাধায় ;—

ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায় ।

সে কি শরতের মায়া

উড়ে মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া ?

অনুকূল চাহনির তলে

কী বিদ্যুৎ ঝলে !

কেন দয়িতের মিনতিকে

অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে ?

তা'র পরে আপনার নির্দয় লীলায়

আপনি সে ব্যথা পায়,

ফিরে যে গিয়েছে তা'রে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;

আপনার অভিমানে করে খানখান ।

মহুয়া

কেন তা'র চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা !
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তা'র চলে বিপরীতে !
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে
আপনার সাথে তা'র কি আছে বিরোধ,
অন্তরে আঘাত করে আঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি,—
—নাম কি হৈয়ালি ?

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
 সুদূর গগনে
 কী দেখে সে ধানের ক্ষেতের পরপারে,—
 নিরালো নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
 যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
 প্রসারিয়া চ'লেছে সঙ্কেত
 অজানা গ্রামের,
 সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের ।
 অপরাহ্নে ছাদে বসি',
 এলোচুল বুকে পড়ে খসি',
 গ্রন্থ নিয়ে হাতে
 উদাস হ'য়েছে মন সে-যে কোন্ কবি-কল্পনাতে ।
 সুদূরের বেদনায়
 অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায় ।
 বীরের কাহিনী
 না-দেখা জনের লাগি' তা'রে যেন করে বিরহিনী ।

মহুয়া

পূর্ণিমা-নিশীথে

শ্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সক্রুণ সারি-গীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে স্তম্ভিতে সুরের ছবি অঁকে,

উৎসুক আকাজক্ষা জেগে থাকে

নিষুপ্ত প্রহরে,

অহৈতুক বারিবিन्दু ঝরে

অঁখি-কোণে ;

যুগান্তরপার হ'তে কোন্ পুরাণের কথা শোনে ।

ইচ্ছা করে সেই রাতে

লিপিখানি লেখে ভূজ্জপাতে

লেখনীতে ভরি' ল'য়ে ছুঃখে-গলা কাজলের কানী.—

—নাম কি খেয়ালী ?

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তা'র প্রাণ,—
 নিত্য বহমান
 ভাষার কল্লোলে
 জাগাইয়া তোলে
 চারিধারে
 প্রত্যহের জড়তারে ;
 সঙ্গীতে তরঙ্গ তুলি',
 হাসিতে ফেনিল তা'র ছোট্টে দিনগুলি ।
 অঁাখি তা'র কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
 চরণ যখন চলে
 কথা ক'য়ে যায়—
 যে-কথাটি অরণোর পাতায় পাতায়,
 যে-কথাটি ঢেউ তোলে
 আশ্বিনে ধানের ক্ষেতে—প্রান্ত হ'তে প্রান্তে যায় চ'লে,
 যে-কথাটি নিশীথ-তিমিরে
 তারায় তারায় কাঁপে অধীর মিস্মিরে,
 যে-কথাটি মল্লয়ার বনে
 মধুপগুঞ্জে
 সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি',—
 —নাম কি কাকলি ?

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা ।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায় লতায় যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিবে,
নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী-যে দেবে ।
দুয়ার-বাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীরব থেকে চ'লে যায় ফিরে ।
নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি' দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা ।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়
তা'রে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা,
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা ।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি' সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি,—
—নাম কি পিয়ালী ?

দিয়ালী

জনতার মাঝে
 দেখিতে পাইনে তা'রে থাকে তুচ্ছ সাজে ।
 ললাটে ঘোম্টা টানি'
 দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী ।
 রজনীর অন্ধকার
 তুলে দেয় আবরণ তা'র ।
 রাজ-রাণী-বেশে
 অনায়াস-গৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে ।
 বক্ষে হার ঝলমলে,
 সীমান্ত অলকে জ্বলে
 মাণিকোর সঁপীথি।
 কী যেন বিস্মৃতি
 সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
 মনে পড়ে আপন মহিমা ।
 ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
 বরমাল্য তা'র
 আপন সহস্র দীপ জ্বালি',—
 —নাম কি দিয়ালী ?

মহুয়া

নাগরী

ব্যঙ্গ-সুনিপুণা,
শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা !
অনুগ্রহ-বর্ষণের মাঝে
বিদ্রপ-বিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্ষে এসে বাজে ।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে তরীকে করে খান্‌খান্
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তা'র বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তা'রা দূরে রয় ;
মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্রায় দারুণ নির্দয় ।

আপন তপস্যা ল'য়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উছারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অঘ্য ভ'রে !

বিদ্যুৎ নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে চন্দ তা'নে দিল অঙ্গনয় ;
বুদ্ধি তা'র ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্কুল অহঙ্কার,
বিদ্যারে ক'রেছে অলঙ্কার ।
প্রসাধন-সাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণ ভঙ্গীতে,
অলঙ্কার আরক্ত ইঙ্গিতে ।

মহুয়া

জাছুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তা'র করি' দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন ।
অঁধার আলোরি কোলে র'য়েছে জাগরি'—
—নাম কি নাগরী ?

সাগরী

বাহিরে সে ছরন্তু আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে,—
উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ সে হানে
সূর্য চন্দ্র পানে ।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক ।
ক'ভু অন্ধকার-পুঞ্জ দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রুকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্য্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি' ।
গভীর অন্তর তা'র নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর ;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি',—
—নাম কি সাগরী ?

মহুয়া

জয়ন্তী

যেন তা'র চক্ষুমাঝে

উদ্যত বিরাজে

মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী ।

ইন্দ্রের অশনি

মৌনে তা'র ঢাকা ;

প্রাণ তা'র অরুণের পাখা

মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অভূষিতে

দুঃসহ দীপ্তিতে ।

সাধক দাঁড়ায় তা'র কাছে

সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে ;

দুঃসাধ্য সাধন তরে

পথ খুঁজে মরে ।

তুচ্ছতারে দাহে তা'র অবজ্ঞা-দহন ;

এনেছে সে করিয়া বহন

ইন্দ্রাণীর গাথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তা'র

কাম্মুকে যে দিয়েছে টঙ্কার,

কাপটেয়ে হানিয়াছে, সত্যে যার ঋণী বসুমতী,-

—নাম কি জয়ন্তী ?

নান্নী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্ত্যের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা ।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গিহীন তরু,
তা'রে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি ।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হ'য়ে রয় ।
মন পাখা মেলিবারে চায়
চারিদিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তা'র ;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রধ্বজে ভেঙে দেবে শেষে ?
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হ'তে,
পথ রুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃত ।

মহুয়া

সে যেন অশোকবনে সীতা
চারিদিকে যারা আছে কেহ তা'র নহেক স্বকীয় ;
কে তা'রে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্র পারে ?
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে ।

কোন্ দেব নিত্য নির্বাসনে
পাঠালো তাহারে !
স্বর্গের বীণার তারে
সঙ্গীতে কী ক'রেছিলো ভুল ;
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে' গেলে অশ্রুমনে দ'লেছিলো কভু ?
আজো তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তা'র বিষাদে জড়ানো,
অধরে র'য়েছে তা'র স্নান
—সন্ধ্যার গোলাপসম—
মাঝখানে ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনূপম ।
অদৃশ্য যে-অশ্রুধারা
আবিষ্ট ক'রেছে তা'র চক্ষুতারা
• তাহা দিব্য বেদনার করুণা-নির্বরী,—
—নাম কি ঝামরী ?

সুরভী

যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা;

যে-গুণী প্রজাপতির পাখা

যুগ যুগ ধ্যান করি' একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে—

এই নারী

রচনা তাহারি।

এ শুধু কালের খেলা,

এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা

রছিলেন সন্ধ্যাকালে

আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—

যে-লগনে

কর্মহীন ক্লান্তক্ষণে

মেঘের মহিমা-মায়া মুহূর্তেই মুগ্ধ করি' আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি',

শ রতে নদীর জলে যে-ভঙ্গিমা,

বৈশাখে দাড়িস্ব-বনে যে রাগ-রঙ্গিমা

যৌবনের দাপে

অবজ্ঞা-কটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,

শ্রাবণের বন্যাতলে হারা

ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে-নৃত্যের ধারা,

মহুয়া

মাঘশেষে অশ্বখের কচি পাতাগুলি
যে-চাঞ্চল্যে উঠে ছুলি',
হেমন্তের প্রভাত-বাতাসে
শিশিরে যে-ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়-দিনে গুরু গুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে-গৌরবে
তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী ;
লতা যেন নারী হ'য়ে দিল চক্ষু ভরি' ।

রঙীন বুদ্ধদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি'—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর ।

কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে ।
মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তা'র
সরস্বতী রচিলেন মন তা'র কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে ;
অমৃতে মাটিতে মেশা স্রজনের এ কোন্ স্মৃতি,—
—নাম কি স্মৃতি ?

মালিনী

হাসি-মুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
 সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে ।
 প্রসন্নতা তা'র অন্তহীন
 রাত্রিদিন
 গভীর কী উৎস হ'তে
 উচ্ছলিছে আলো-ঝলি কথা-বলি স্রোতে ।
 মর্ত্যের স্নানতা তা'রে
 পারেনি তো স্পর্শ করিবারে ।
 প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্য্যমুখী
 রক্তাক্ষ উল্লাসে কোতুকী ।
 মধ্যাহ্নের স্থলপদ্য অমলিন রাগে
 প্রফুল্ল সে সূর্য্যের সোহাগে,
 সায়াহ্নের জুঁই সে-যে,
 গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে ।
 মৈত্রী-সুধাময় চোখে
 মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যা-দীপালোকে ।
 রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি'
 আনন্দ-হিল্লোল রাশি রাশি ;
 সঙ্গহীন অঁধারের নৈরাশ্যকালিনী,—
 —নাম কি মালিনী ?

মহুয়া

করুণী

তরুলতা

যে-ভাষায় কর কথা

সে-ভাষা সে জানে,—

তৃণ তা'র পদক্ষেপ দয়া বালি' মানে ।

পুষ্পপল্লবের 'পরে তা'র অঁাখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি' ।

স্নেহ তা'র আকাশের আলোর মতন

কাননের অন্তর-বেদন

দূর করিবার লাগি'

নিত্য আছে জাগি' ।

শিশু হ'তে শিশুতর

গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর ;

বাতাসে বৃষ্টিতে

চঞ্চলিয়া জাগে তা'রা অর্থহীন গীতে,

ধরণীর যে-গভারে চির রসধারা

সেইখানে তা'রা

কাঙাল প্রসারি' ধরে তৃষিত অঞ্জলি,

বিশ্বের করুণারানি শাখায় শাখায় উঠে ফলি' ;—

সে তরুলতারি মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তা'র ;

শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে ;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা ;
পশু পাখী তা'র আপনার ;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশুপরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার ।
তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী,—
—নাম কি করুণী ?

মহুয়া

প্রতিমা

চতুর্দশী এলো নেমে
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে ।
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তা'রে মর্ত্যভূমি শঙ্ক! নাহি বাসে
এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ডার গুণন নাই, ভীকৃত্য নাইকো তা'র মনে,
সংসার-জনতামাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে ।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য্য তা'র প্রফুল্লতাভরা,
সকল উদ্বেগভার-হরা !
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে
দুর্ঘ্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে ব'হে যায় কত
বারেবারে,
প্রভা তা'র মুছিতে না পারে ।

তবু তা'র মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি'

অশ্রুজল

বিষাদ-ইঙ্গিতে ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল ।

কণামাত্র সে ক্ষীণতা

নাহি কহে কথা,

কেহ না দেখিতে পায়

নিত্য যারা ঘিরে আছে তায় ।

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা,—

—নাম কি প্রতিমা ?

মহয়া

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি

অঙ্গে তা'র নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি' ।

বর্ষাঅন্তে ইন্দ্রধনু

মর্ত্যে নিল তনু ।

দিগ্ধূর মায়াবী অঙ্গুলি

চঞ্চল চিন্তায় তা'র বুলায়েছে বর্ণ-অঁকা তুলি ।

সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি

যেন শুভ্র কমল-কলিকা;

অঁখি ছুটি

যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা ।

অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তিব সে ছবি,

সে আনিয়া দেয় চিত্তে

কলনৃত্যে

দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দ-জাহ্নবী ।

বীণার তন্ত্রের মতো গতি তা'র সঙ্গীত-স্পন্দিনী,-

—নাম কি নন্দিনী ?

উষসী

ভোরের আগের যে-প্রহরে
 স্তব্ধ অন্ধকার 'পরে
 স্রুপ্তি-অন্তরাল হ'তে দূর সূর্য্যোদয়
 বনময়
 পাঠায় নূতন জাগরণী,
 অতি মৃদু শিহরণী
 বাতাসের গায়ে ;
 পাখীর কুলায়ে
 অম্পষ্ট কাকলি ওঠে আধো-জাগা স্বরে ;
 স্তম্ভিত আগ্রহভবে
 অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে,—
 ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর,
 অন্তর্গত সে প্রহর
 আত্ম-অগোচর ।
 চিত্ত তা'র আপনার গভীর অন্তরে
 নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
 পবিপূর্ণ সার্থকতা লাগি' ।
 স্রুপ্তিমাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি'
 নিশ্চল নির্ভয়
 কোন্ দিব্য অভ্যুদয় !

মহুয়া

কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার !
প্রভাত-মহিমা ওর সম্মুখ র'য়েছে নিশ্চতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে ।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সঙ্গীত আনিছে কোন্ গুণী !
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময়;
মানস-কমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা ।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তা'র চারিপাশে ।
নিরুদ্ধ চেতনা হ'তে হবে চ্যুত
লালসা-আবেশে জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ ।
বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষ-নিশ্বাস ।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি',—
—নাম কি উষসী ?

নায়ী, আশ্বিন—ভাদ্র, ১৩৩৫

ছায়া লোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা ।
সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে,
চক্ষু তোমার আবেশ নাহি লাগে,
আমার ভীৰু হৃদয় ছায়া মাগে,
তোমার সেথায় আলোক খরতর,
যখন সেথা চাহ আমার বাগে
সঙ্কোচে প্রাণ কাঁপে থর থর ॥

মোহ-ভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে,
যায় নিখিলের রহস্য দ্বার টুটে,
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
অন্ধ যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে ।

প্রচ্ছনা

বিদেশে ঐ সৌধশিখর 'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হ'তে-যে দেখেছিলেন, ওগো আধেক দেখা,
মনে হ'লো তুমি অসীম একা ।
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন খনে
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে ।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউএর শাখা প্রলাপ মর্ম্মরিছে ।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেগীটি লুটায় ।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ঐ দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে ?
সোনার বরণ শস্যক্ষেতে, কোন্-সে নদীতীরে
পূজারীদের চলার পথে, উচ্চ চূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি' ?

কিন্মা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি',
প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে ।
হয়তো বৃথাই সাজো,
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজো ;
তাই কি শূন্য আকাশপানে চাও
উপেক্ষিত যৌবনেরি ধিক্কার জানাও ?

কিন্মা আছ চেয়ে
আস্বে সে কোন্‌ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে,
বন্ধ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উত্তরোলে ।
স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া ঢাকা,
শূন্য ওড়ে অদৃশ্য কোন্‌ পাখা ।
আমি পথিক যাবো-যে কোন্‌ দূরে ;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হ'য়ে আস্বে হোথায় ঐ অলিন্দ 'পরে,
দেখ্বে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলি বেলাতে

মহুয়া

বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্ত-রেখায় যে-পথ গিয়েছে হারায়ে ।
তোমার ইচ্ছা চ'লবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
পান্থ যেজন নিত্য চ'লে যায় ।
আমি পথিক হায়
পিছনপানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায় ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,—
যে-মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে-মুখ আঁকি মনে ॥

১০ আশ্বিন, ১৩৩৫

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তা'রে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে
হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্বিগ্ন নয়নে ?
নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
যেন আর কারো চোখে ; আর কারো জীবনের দ্বারে
খুঁজিছ আপন স্থান । প্রেমের অর্থের কোনো ক্রটি
দেখো কি মুখের কোনোখানে ? তাই তব আঁখি দুটি
নিজেরে কি করিছে ভৎসনা ? সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে
স্বর্গের গর্বের ধন, তবে যেতে চাও তা'র গেহে ?
জানো না কি, হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পারো না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া ।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদ প্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝঙ্কারে আর নৃত্যলোল নৃপূর নিকণে
নাচিয়া বাহিরে চ'লে যায় । ল'য়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন আসন ॥

১৫ আশ্বিন, ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা

ছুয়ারে বসি' চুপে চুপে

সে যদি সম্মুখে দিত দেখা

মূর্তি ধরি' কোনো রূপে—

হয়তো দেখিতাম শুকতারা

দিবস পার হ'য়ে দিশাহারা

এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে

সাঁঝের তারাদের দলে,

উদাস স্মৃতিভরা আঁখিপাতে

উষার হিমকণা জ্বলে ।

হয়তো দেখিতাম বাদলে যে

এনেছিলো শ্রাবণে বাণী

শরতে জলভার এলো ত্যেজে

শুভ্র সেই মেঘখানি ।

চলে সে সন্ন্যাসী দিশে দিশে

রবির আলোকের পিয়াসী সে;

আকাশ আপনারি লিপি লিখে’
পড়িতে দিল যেন তা’রে,
সে তাই চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
বুঝিতে বুঝি নাহি পারে ।

হয়তো দেখিতাম রজনীতে
সে যেন সুরহারা বীণা
বিজন দীপহীন দেহলিতে
মৌন মাঝে আছে লীনা ।
একদা বেজেছিলো যে-রাগিনী
তা’রে সে ফিরে যেন নিল চিনি’
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সুদূর সুরসভা-অঙ্গনে
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে !

১৫ আশ্বিন, ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—
আপন নিঃশব্দগানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি' ।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,
যে-রাগিণী অসীমের উৎস হ'তে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার ।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হ'তে নিয়ে-আসা
দীর্ঘনিঃশ্বাসের ভাষা ।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে-মুক্তি র'য়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে ।

একাকী

অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষার শিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন্ তপস্বিনী, বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে উর্দ্ধে তুলি' অঁাখি,
“তুমিও একাকী।”

১৮ আশ্বিন, ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে
হে নবীনা, নব রাগ-রক্তিম শোভাতে ।
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু তব
জ্যোতি আজি পেলো অভিনব,
চেলাঞ্চলে উদ্ভাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা,
সরমের বন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা ॥

সাহানা রাগিণীরসে জড়িত আজি এ পুণ্যতিথি,
তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি ।
আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
দাও বধু, খুলে দাও দ্বার,
তোমার অঙ্গনে হের সগৌরবে ওই রথ আসে,
সেই বার্তা আজি বুঝি উদ্ঘোষিল আকাশে বাতাসে ॥

নবীন জীবনে তব নব বিশ্ব-রচনার ভাষা
আজি বুঝি পূর্ণ হ'লো ল'য়ে নব আশা ।
সৃষ্টির সে আনন্দ উৎসবে
তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
সেই সৃষ্টি সাধনায় আপনি করবে আবিষ্কার
তোমার আপনা মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার ॥

আশীর্বাদ

পথ কে দেখালো এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
ওই চক্ষুতারা তা'রে দ্বারে দিল আনি' ।
যে-সুর নিভূতে ছিল প্রাণে
কেমনে তা শুনেছিলো কানে,
তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে-ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে',
তাহার অমৃতগন্ধ গিয়েছিলো বন্ধ তা'র টুটে ॥

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীতে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্য মণি অলকেতে দিতাম ছুলায়ে ।
তবু মোর মন মোরে কহে
সে-দান তোমার যোগ্য নহে,
তোমার কমলবনে দিব আনি' রবির প্রসাদ,
তোমার মিলনক্ষেত্রে সঁপিব কবির আশীর্বাদ ॥

আশ্বিন (?), ১৩৩৫

নববধূ

চ'লেছে উজান ঠেলি' তরগী তোমার,
দিব্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার ।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে, হে বধুবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী !
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভ'রেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,
তোমাতে পরালো সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল ॥

মৃদুশ্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
“কত বধু গিয়েছিলো কতকাল এই শ্রোত বাহি’
তীর পানে চাহি’ ।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্কন্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরগী কণ্ঠার পানে, তরী ’পরে ছিলেন গোপনে
তরগীর কাণ্ডারীর সনে ॥”

কোন্ টানে ~~জানা~~ হ'তে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে!
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তা'রে
অচেনার ধারে ।

ওপারের গ্রাম দেখো আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি'
ভিড়িয়েছে ভাগ্য-ভীরু তরী ॥

জনে জনে রচি' গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী ।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কল্প উপহার
রেখে গেল তা'র ।

আপনার প্রাণসূত্রে যুগযুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চ'লে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তা'র ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদা ব্রত ॥

মহুয়া

তাই আজি গোধূলির নিস্তরু আকাশ

পথে তব বিছাল আশ্বাস ।

কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক

সেই তা'র সুখ ।

র'য়েছে কঠোর দুঃখ, র'য়েছে বিচ্ছেদ,

তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,

যদি ব'লে যাও, বধু, আলো দিয়ে জ্বলেছিলু আলো,

সব দিয়ে বেসেছিলু ভালো ॥

১৯ আশ্বিন, ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বলে,
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে ।

একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাই,
সে-একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলো ॥

আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান ।
ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে,
উদয় সূর্য্য গাহে জাগরণী গান ॥

নীরবে গোপনে মর্ত্যভুবন 'পরে
অমরাবতীর সুর-সুরধুনী ঝরে ।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার বাঁধন হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে ॥

মহুয়া

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হোক,
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ত্রতে দিনে রাতে দিক্ আনি',
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক ॥

আশ্বিন (?), ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
ছুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা ।
রেণুলিপি বহি' বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা ?
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখীর সঙ্গীত সাথে বন হ'তে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা ॥

সৃষ্টির সে-রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
ছুজনায়ে গ্রন্থির বাঁধন ।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ ল'য়ে
বিধাতার আপন সাধন ।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙীন বসনে ওরা সেজে
চ'লেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে,
পুরানো সংসার হ'তে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন ॥

মহুয়া

যাহা সব-চেয়ে সত্য সব-চেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুন কলোল্লাস ।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্ত্যের স্নানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস ।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসব প্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ ॥

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা-পাওয়া ।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য্য চাহে শেষ চাওয়া ।
নিবি তোরা তীর্থধারি সে-অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সঙ্গীত উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া ॥

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি

হ'য়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন ।

তুচ্ছতার বেড়া হ'তে মুক্তি তা'রে কে দিয়েছে আনি'

প্রত্যাহের ছিঁড়েছে বন্ধন ।

প্রাণ-দেবতার হাতে জয় টীকা প'রেছে সে ভালে,

সূর্য্য তারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,

সৃষ্টির প্রথম বাণী যে-প্রত্যাশা আকাশে জাগালে

তাই এলো করিয়া বহন ॥

২০ আশ্বিন, ১৩৩৫

বন্দিনী

তুমি বনের পূব পবনের সাথী,
বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি ।
ওগো পাখী, বাঁধনহারা পাখী,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি ।
হায় অজানা, জানিনা সে
উধাও তুমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কাননতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারি সুর কাঁপে ॥

কোন্ রঙনে রঙীন্ তোমার পাখা ?
তোমার সোনার বরণখানি ভাবনাতে মোর আঁকা
ওগো পাখী, বাঁধনহারা পাখী,
মুক্তরূপের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখি ।
বন্দী মনের বন্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে,—
শৃংখো সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে ॥

গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা ।
ওগো পাখী, বাঁধনহারা পাখী,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখী ।
আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এলো প্রাণের কূলে,
বিরহেরি আকাশতলে নিল আমায় তুলে ॥

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে ।
ওগো পাখী, বাঁধনহারা পাখী,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি' ।
বাঁধনে তাই জাছু লাগে,
বাঁগার তারে মূর্তি জাগে,
রাগিণীতে মুক্তি সে দেয়, ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে-যে তা'র সুর ॥

৫ কাব্বিক, ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন না হয় বসিয়ে পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলে।
শরৎ আকাশ হেরো স্নান হ'য়ে আসে,
বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তা'রে
হে পথিক, বলে বলে,—
সে মোর অগম অন্তর পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ করোনি ঘরে,
বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা,
জানিনা কী নিয়ে যাবে-যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ-বিদায়ের বেলা।

প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে,
যে-গভীর বাণী শুনিলারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইসারা কি তা'র পোলে
হে পথিক, বলো বলো,—
সে-বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো

১৪ কাঠিক, ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি' ; বসন্তের আনন্দ ভাঙার
তখনো হয়নি নিঃশ্ব ; আমার বরণ পুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার । হে অধীর,
কোন অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্ভ্রান্ত সমীর
এনেছিলো চিত্তে তব । তুমি গেলে বাঁশি ল'য়ে হাতে,
ফিরে দেখো নাই চেয়ে আমি ব'সে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্ত পঞ্চমে ;
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সঙ্গমে
কম্পমান আশ্রিতরু ক'রেছিলো চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভ বিহ্বল গুরুরাতে । সেই কুঞ্জ গৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল । প্রতিদিন মোর দেহলিতে
অঁকিয়াছে আলিপনা । প্রতি সন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধ তৈলে জ্বালায়েছি দীপ । আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হ'লো অবসান । হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হ'তে গিয়েছিলে । হে পথিক, ছিল এ-লিখন
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা । আমার প্রাঙ্গণ দ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ ।

হে বন্ধু, কোরোনা লজ্জা, মোর মনে নাই ফোভ লেশ,
নাই অভিমান তাপ । করিব না ভৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায় ।
আমি আজি নবতর বধু ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহ গুণ্ঠন তলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান ।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাশ্রু ; আজিকার উৎসব নিরাল।
সর্ব আভরণহীন । আকাশেতে প্রতিপদ চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হ'য়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে । দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের নব কথা বলা ।

২৭ পৌষ, ১৩৩৫

পুরাতন

যে-গান গাহিয়াছিল কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে-গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে ? সেদিনের সাহানার সুব
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে ; দিগন্তের অরণ্য রেখায়
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে । পথভ্রান্ত করণ গুঞ্জে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অকুপণ বনে
যে-চামেলি বল্লী ছিল তারি শূণ্য দানসত্র হ'তে ।
ছায়াতে যা লীন হ'লো তা'রে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখী গেছে সিন্ধুপারে চলি'
তারি কুলায়ের কাছে সে-কালের বিস্মৃত কাকলী
বৃথাই জাগাতে আসে । যে-তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে ॥

পৌষ ?, ১৩০৫

ছায়া

অঁখি চাহে তব মুখপানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে ।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপন কায়া
তোমার মন্দের মাঝখানে ॥

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে ।
বসন্ত কুজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে ॥

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে ।
বসন্ত পঞ্চম রাগে
বিচ্ছেদের ব্যথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মীড়ে ॥

মহুয়া

তোমার শ্রাবণ পূর্ণিমাতে
বাদল র'য়েছে সাথে সাথে ।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা ।
মিলন নিকুঞ্জ-তলে
দিয়েছো আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা ॥

তব দানে, ওগো আনমনা
দিয়ে। মোরে তোমার বেদনা
যে-বন কুয়াশা-ছাওয়া
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক তাহে শিশিরের কণা ॥

৫ ভাদ্র, ১৩৩৬

বাসর ঘর

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হ'য়ে প্রভাতের রথচক্র-ববে ।
হায়রে বাসর ঘর,
বিরাট বাহির সে-যে বিচ্ছেদের দস্তা ভয়ঙ্কর ।
তবু সে যতই ভাঙে চোরে
মালা-বদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন ক'রে,
তুমি আছ ক্ষয় হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু না হয় নীরব ।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি' তব শয্যাভল ?
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তা'রাই
তোমার আস্থানে
উদার তোমার দ্বার পানে ।
হে বাসর ঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর ॥

* আষাঢ়, ১৩৩৫

বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাজ হ'লো, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে ।

আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান ।

তুমি হাসি'
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি ।

তা'র পরদিন হ'তে
বসন্তে শরতে

আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ

৯ আষাঢ়, ১৩৩৫

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি গুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন

ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়িয়ে ধরিল মোরে ফেলি' তা'র জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হ'তে বহু দূরে ।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হ'য়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম ।

মহুয়া

ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হ'তে যদি দেখো চাহি'
পারিবে না চিনিতে আশায়
হে বন্ধু, বিদায় ॥

কোনোদিন কস্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হ'তে যে-রাত্রি বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি ।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম ।
তা'রে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে ।

পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ॥

তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি
মর্ত্যের যুক্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূর্তি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাকে, তাহারি আরতি
হোক্ তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যাহের স্নান স্পর্শ লেগে ;
তুষার্ত্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তা'র কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে ।
তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে-ভাব-রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তা'র সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে ।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন ।
ভার তা'র না রহিবে, না রহিবে দায় ।
হে বন্ধু, বিদায় ॥

মহুয়া

মোর লাগি' করিয়ো না শোক,
আমার র'য়েছে কৰ্ম, আমার র'য়েছে বিশ্বলোক ।
মোর পাত্ৰ রিক্ত হয় নাই,
শূণ্ণেই করিব পূৰ্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই ।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি' কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে ।
শুক্লপক্ষ হ'তে আনি'
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালী কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি ।
তোমাতে যা দিয়েছি, তা'র
পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার ।

হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্ত্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হ'তে মম
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমাতে যা দিয়েছিলাম সে তোমারি দান ;
গ্রহণ ক'রেছো যত ঋণী তত ক'রেছো আমায় .
হে বন্ধু, বিদায় ॥

* আষাঢ়, ১৩৩৫

প্রণতি

কত ধৈর্য্য ধরি'
ছিলে কাছে দিবস শরীরী ।
তব পদ-অঙ্কন গুলিরে
কতবার দিয়ে গেছো মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমাতে করিয়া যাবো দান
তব জয় গান ।
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠেনি জ্বলি',
শূন্যে গেছে চলি'
হতাস্থাস ধূমের কুণ্ডলী ।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টীকা
নিশ্চতন নিশীথের ভালে ।
লুপ্ত হ'য়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে

এবার তোমার আগমন
হোম হুতাশন
জ্বলেছে গৌরবে ।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে ।
আমার আত্মা দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে ।
লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম ।
এ প্রগতি 'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে ।
তোমার ঐশ্বর্য্য মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রগতি মোর পায় যেন স্থান ॥

৩ আষাঢ়, ১৩৩৫

নৈবেদ্য

তোমাতে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেলু রাখি’
রজনীর শুভ্র অবসানে ; কিছু আর নাহি বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব হাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা । শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি’ ॥

* আঘাট, ১৩৩৫

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছো অশ্রুজল ।
এনেছো তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল ।
দুঃখ-যে তাই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে,
মুক্ত প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদ শতদল ॥

* আষাঢ়. ১৩৩৫

অন্তর্দান

তব অন্তর্দান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন ।
অন্তরে অলঙ্ক্যলোকে তোমার পরম আগমন ।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ ক'রেছো আপনি ॥
জীবন অঁাধার হ'লো, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছো দান ।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হ'তে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে ॥

২৬ আষাঢ়, ১৩৩৫

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি'
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,
ব্যথায় নিবিড় হ'লো শেষবাক্য বলিবার কাল ।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হ'লো শেষ দেখা,—নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে ।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অন্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো ॥

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে
কান পাতি র'বে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে,
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে-পথে চঞ্চল করে দিগ্বালার অঞ্চলের হাওয়া ॥

মহুয়া

বসন্তে মাঘের অন্তে আশ্রবনে মুকুল-মত্ততা
মধুর গুঞ্জে মিশি' আনে কোন্ কানে কানে কথা ।
মোর নাম তব কণ্ঠে ঢাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা ॥

সঙ্গহীন স্তব্ধতার স্নগস্তীর নিবিড় নিভতে
বাক্যহারা চিন্তে মোর এতদিনে পাইলু শূন্যে,
তুমি কবে মর্ম্মমাঝে পশি'
আপন মহিমা হ'তে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী ॥

২৬ আষাঢ়, ১৩৩৫

বিদায় সম্বল

যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকের স্নেহখানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি' ।
“ভুলিব না কভু র'বে মনে মনে”
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
ছলছল ছায়া নবীন নয়নে
বাধোবাধো মৃদু বাণী ॥

যাবার দিকের পথিক সে-কথা
ভরি' লয় তা'র প্রাণে ।
পিছনের এই শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি' সে জানে ।
যখন অঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
“ভুলিব না কভু”-এই ক্ষীণধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে ॥

মহুয়া

যাবার দিকের পথিক সে বোঝে,
যে যায় সে যায় চ'লে,
যারা থাকে তা'রা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে ।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে,
“ভুলিব না কভু” বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে ॥

৩ ভাদ্র, ১৩৩৪

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল ব'য়ে,
তাহাতে মোর যা-হয় হোক্ ক্ষতি
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হ'য়ে,
চরণে তব গোপনে তা'র গতি ।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি',
প্রদীপ ছিল মলিন-শিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালী,
দীপ্ত হ'য়ে উঠিছে তা'র জ্যোতি ।
বাহির হ'তে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তা'র গতি ॥

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি,
নীরব এই নীরস মরুতীরে ।
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় অঁাকি'
সুদূর তব উদার অঁাখিটিরে ।

মহুয়া

ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি' তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ্ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হ'তে বহিয়া মোর নতি :
যে-বীণা তব মন্দিরেতে বাজেনি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তা'র গতি ॥

১ শ্রাবণ, ১৩৩৪

অবশেষ

বাহির পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয়রে ফিরে আয় ।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া,
ছেঁড়া আসন মেলি’
বসিবি নিরালায় ।
সারাটা বেলা সাগর ধারে
কুড়ালি যত খুড়ি,
নানারঙের শামুক ভারে
বোঝাই হ’লো খুড়ি,
লবণ পারাবারের পারে
প্রথর তাপে পুড়ি’
মরিলি পিপাসায় ;
চেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূলতল জুড়ি’,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায় ।
আয়রে ফিরে আয় ॥

মহুয়া

বিরাম হ'লো আরামহীন
যদিরে তো'র ঘরে,
না যদি রয় সাথী,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রা-লীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি ;
তবু তো আছে অঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপনমনে
মুছিবি তা'র ধূলি,
গাঁথিবি তা'রে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি'
মধুর বেদনায় ।
কানন-বীথি ফুলের রীতি
না হয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগন কিনারায়
আয়রে ফিরে আয় ॥

১৯ চৈত্র, ১৩৩৪

শেষ মধু

বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায়

চৈৎ-ফসলের শূন্য ক্ষেতে—

মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়

বিদায় নিয়ে যেতে যেতে :—

আয়রে, ওরে, মৌমাছি, আয়

চৈত্র-যে যায় পত্র-ঝরা,

গাছের তলায় আঁচল বিছায়

ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা ॥

সজ্জনে বুলায় ফুলের বেণী,

আমের মুকুল সব ঝরেনি,

কুঞ্জবনের প্রান্ত ধারে

আকন্দ রয় আসন পেতে ।

আয়রে তোরা মৌমাছি, আয়,

আসবে কখন শুকনো খরা,

প্রেতের নাচন নাচবে তখন

রিক্ত নিশার শীর্ণ জরা ॥

মহুয়া

শুনি যেন কানন-শাখায়
বেলা-শেষের বাজায় বেণু ।
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু ।
কাল যে-কুসুম পড়ে ঝ'রে
তাদের কাছে নিস্গো ভ'রে
ওই বছরের শেষের মধু
—এই বছরের মৌচাকিতে ॥

নূতন দিনের মোমাছি, আয়,
নাইরে দেবী, করিস্ ত্বরা,
শেষের দানে ঐ রে বাজায়
বিদায়-দিনের দানের ভরা ।
চৈত্র মাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন-টাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়-দাহের রৌদ্র তাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে, জানি ॥

যা-কিছু তা'র আছে দেবার
শেষ ক'রে সব নিবি এবার
যাবার বেলায় যাক্ চ'লে যাক্
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে ।
আয়রে ওরে মোমাছি আয়,
আয়রে গোপন মধুহরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বর। ॥

চৈত্র ৭, ১৩৩৩

বর্ণানুক্রমিক সূচি

	পৃষ্ঠা
অজানা খণির নূতন মণির গাঁথেছি হার, (নিবেদন) ...	৪১
অজানা জীবন বাহিনী, (উদ্ঘাত) ...	৩৬
অঁখি চাহে তব মুখপানে, (ছায়া) ...	১৫১
আচ্ছাদন হ'তে ডেকে লহো (প্রকাশ) ...	৩৭
আজি এ নিরাল কুঞ্জে, (বরণডালা) ...	৩২
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা (নির্ভয়) ...	৪৮
আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় (সন্ধান) ...	১৯
আমি যেন গোখুলি গগন (দ্বৈত) ...	১৭
আরো কিছুখন না হয় বসিযো পাশে, (গুপ্তধন) ...	১৪৬
একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে (বাণী) ...	৮৫
এগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী, (বসন্ত) ...	৬
কত ধৈর্য্য ধরি' ছিলে কাছে দিবস শরীরী। (প্রণতি) ...	১৬০
কলছন্দে পূর্ণ তা'র প্রাণ—(কাকলী, নাম্নী) ...	১০৩
কালের যাত্রার ধ্বনি (বিদায়) ...	১৫৫
কাহারে পরাবো রাখী যৌবনের রাখী-পূর্ণিমায়, (রাখী-পূর্ণিমা) ...	৮৩
কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো (আহ্বান) ...	৮৬
চতুর্দশী এলো নেমে পূর্ণিমার প্রান্তে (প্রতিমা, নাম্নী) ...	১১৮
চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—(একাকী)...	১৩২
চ'লেছে উজান ঠেলি' তরলী তোমার, (নববধূ) ...	১৩৬
গাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা (পিয়ালী, নাম্নী) ...	১০৪

	পৃষ্ঠা
চিত্ত কোণে ছন্দে তব বাণীরূপে (মায়া) ...	২৪
চিরকাল র'বে মোর প্রেমের কাঙাল (দায়-মোচন) ...	৫৭
ছিন্ন আমি বিষাদে মগনা (দূত) ...	৫২
জনতার মাঝে দেখিতে পাইনে তা'রে (দিয়ালী, নায়ী) ...	১০৫
জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে (আশীর্বাদ) ...	১৩৪
ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা, (নির্বাসিনী) ...	২৬
তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ন মেঘে (পরিচয়) ...	৫৪
তব অন্তর্দান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন। (অন্তর্দান) ...	১৬৪
তরুলতা যে-ভাষায় কয় কথা (করুণী, নায়ী) ...	১১৬
তুমি বনের পূব পবনের সাথী, (বন্দিনী) ...	১৪৪
তোমার প্রত্যাশা ল'য়ে আছি, প্রিয়তমে, (প্রতীক্ষা) ...	৬৩
তোমাতে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে (মুক্তরূপ) ...	৮০
তোমাতে ছাড়িয়ে যেতে হবে (বাসর ঘর) ...	১৫৩
তোমাতে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেছ রাখি' (নৈবেদ্য) ...	১৬২
তোমাতে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহিনি, (দীনা) ...	৯১
দর্পণ লইয়া তা'রে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে (দর্পণ) ...	১২৯
দূর মন্দিরে সিঁধু কিনারে (পথবর্তী) ...	৭৮
দূরে গিয়েছিলে চলি' ; বসন্তের আনন্দ ভাণ্ডার (প্রত্যাগত) ...	১৪৮
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার (সবলা) ...	৬০
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, (পথের বাঁধন) ...	৫০
পবন দিগন্তের ছয়ার নাড়ে, (বরষাত্রা) ...	৮
পুরাণে ব'লেছে একদিন নিয়েছিলো বেছে (বরণ) ...	৭৪
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তা'র নত (কাজলী, নায়ী) ...	৯৭

	পৃষ্ঠা
প্রথম মিলন দিন, সে কি হবে নিবিড় আঁধারে, (লগ্ন)	... ৬৬
প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি (নন্দিনী, নাম্মী)	... ১২০
প্রাক্কণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে (প্রত্যাশা)	... ১২
ফিরাবে তুমি মুখ, (অপরাজিত)	... ৪৫
বসন্ত বায় সন্ন্যাসী হায় চৈত-কসলের (শেষ মধু)	... ১৭৩
বসন্তের জয় হবে দিগন্ত কাঁপিল যবে (মাধবী)	... ১০
ব্যঙ্গ-সুনিপুণা, শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণা ! (নাগরী, নাম্মী)	... ১০৬
বাহির পথে বিবাগী হিয়া (অবশেষ)	... ১৭১
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, (দিনান্তে)	... ১৬৯
বাহিরে সে ছরন্ত আবেগে (সাগরী, নাম্মী)	... ১০৯
বিদেশে ঐ সোধশিখর 'পরে (প্রচ্ছিন্না)	... ১২৬
বিবশ দিন, বিরস কাজ (বিজয়ী)	... ১১
বিরক্ত আমার মন কিংবাকের এত গর্ব দেখি' (মহুয়া)	... ৮৮
বোলো তা'রে, বোলো, এতদিনে তা'রে দেখা (অসমাপ্ত)	... ৩৮
ভ্রম-অপমান শয্যা ছাড়া, পুষ্পধূত, (উজ্জীবন)	...
ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা (ভাবিনী)	... ১৩০
ভোরের আগের যে-প্রহরে (উষসী, নাম্মী)	... ১২১
ভোরের পাখী নবীন আঁখি দুটি (মুক্তি)	... ৩৪
অধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে (খেয়ালী, নাম্মী)	... ১০১
গণিমালা হাতে নিয়ে (উপহার)	... ২০
মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে (বোধন)	... ১
স্বাভাব দিকের পথিকের 'পরে (বিদায় সম্বল)	... ১৬৭
যারে সে বেসেছে ভালো তা'রে সে কাঁদায় । (হেঁয়ালী, নাম্মী)	৯৯

Barcode : 4990010059724
Title - Mahuya Ed.1st
Author - Tagore,Rabindranath
Language - bengali
Pages - 206
Publication Year - 1929
Barcode EAN.UCC-13

